জুলাই ২০১৫, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২২

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

আবু চেয়ারম্যান হলেন

গভর্নর ড. আতিউর রহমান

সার্কফাইন্যান্স গ্রুপ মিটিং ও গভর্নরস্ সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত

আকুর ৪৪তম বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ মিটিং অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড

YouTube

twitter

facebook

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক

বর্তমান গভর্নর ড. আতিউর রহমান আসার পর চোখে পড়ার মতো অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

কাজী আনোয়ারা খাতুন
প্রাক্তন উপপরিচালক

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার নিয়মিত আয়োজন স্মৃতিময় দিনের এবারের অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন উপপরিচালক কাজী আনোয়ারা খাতুন। স্বাধীনতার আগে ১৯৬৫ সালে তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে টেলিফোন অপারেটর হিসেবে তিনি যোগদান করেন। এরপর ২০০৩ সালে তিনি তাঁর সাফল্যময় দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে চাকরি থেকে অবসর নেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন এই নারী কর্মকর্তার সাথে আলাপচারিতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনের নানান স্মৃতি।

অবসরের পর বর্তমানে সময়টা কিভাবে উপভোগ করছেন ?

অবসরের পর থেকে আমি ঢাকার ওয়ারিতে বসবাস করছি। চাকরিজীবন শেষ, তাই এখন পরিবার আর সংসার নিয়ে ব্যস্ত আছি। চাকরি থেকে অবসরের পরপর আমার শাশুড়ির সেবাযত্নে অনেকটা সময় কাটত। তিনি অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই আমি আমার দুই ছেলেকে বিয়ে দেই। এরপর আমার নাতিনাতনি হলো। এখন এদের সাথে ব্যস্ত সময় কাটাই। তাই বলা যায়, অবসরের পর জীবনটা বেশ ভালোই উপভোগ করছি।

আপনার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাই।

আমার বাড়ি মানিকগঞ্জ। আমি সেখানকার বনেদি কাজী পরিবারের বড় মেয়ে। আমার দুটি ছেলে। এক ছেলে একটি বেসরকারি ব্যাংক ও অন্যজন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে। তাঁরা দুজনেই বিবাহিত। আমার স্বামী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর নাম খায়ের উদ্দিন আহমেদ।

আপনার চাকরিজীবনের কিছু কথা শুনতে চাই-

আমি আমার চাকরিজীবন শুরু করি টেলিফোন অপারেটর হিসেবে। এরপর তৎকালীন পারসোনেল, ব্যাংকিং কন্ট্রোল, এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল, এমএমটি ইউনিটে কাজ করি। এছাড়া আমি আরও দুটি বিভাগে কাজ করেছি যেগুলোর নাম এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। আমি যখন চাকরি করি তখন বলতে গেলে কোনো মেয়েই ব্যাংকে চাকরি করত না। আমার সাথে আর মাত্র দুজন নারী কর্মচারী ছিলেন। নারী ব্যাংকারদের খুব সম্মান করা হতো। কখনও অফিসে দেরি হলে বাড়িতে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা ছিল।

'বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি সবসময়ই খুব সম্মানের'- কাজী আনোয়ারা খাতুন

আপনার সময়ের আর বর্তমানের বাংলাদেশ ব্যাংক- কতটা পরিবর্তন খুঁজে পান ?

বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি সবসময়ই খুব সম্মানের। আমাদের সময়ে কাজের পরিবেশ খুব ভালো ছিল। এখন নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাংকের বিভিন্ন কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার এখন অনেক বেশি।

সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড ইত্যাদি সেবা অনলাইনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হয়েছে যা আগে বেশ সময়সাপেক্ষ ছিল। এখন ঝামেলামুক্তভাবে খুব কম খরচেই এসব সেবা নেয়া যায়। বিশেষ করে বর্তমান গভর্নর ড. আতিউর রহমান আসার পর চোখে পড়ার মতো অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এসব উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মকালীন কোনো স্মরণীয় স্মৃতি কি আপনার মনে পড়ে ?

চাকরিজীবনের বহু স্মৃতিই তো রয়েছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অফিসে ডিউটি করা আমাদের জন্য একটু কষ্টসাধ্য ছিল। আমি তখন স্বামীবাগে থাকতাম। একদিন অফিসে আসার পথে সকালবেলা টিকাটুলীর রাস্তায় পাকিস্তানি আর্মি আমার রিক্সা থামিয়ে পার্স চেক করে। সেদিন ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। এটা আমার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

যারা নবীন তাদের কাছে আপনার প্রত্যাশা জানতে চাই-

নবীন কর্মকর্তাদের কাছে আমার প্রত্যাশা থাকবে তারা যেন সৎভাবে চাকরি করে। আর দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার সাথে কাজ করে। তাহলে দেশের সুনাম আর বাংলাদেশ ব্যাংকেরও সুনাম বৃদ্ধি পাবে। আর সবার সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত বলেও আমি মনে করি। সততা আর সুন্দর ব্যবহার সবার কাছেই প্রশংসনীয়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  ইন্দ্রাণী হক
  মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ
  নুসরাতুন নাহার নিরা
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
  তারিক আজিজ
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

সার্কভুক্ত দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর, অর্থসচিব এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে গভর্নর ড. আতিউর রহমান

সার্কফাইন্যান্স গ্রুপ মিটিং ও গভর্নরস্ সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কফাইন্যান্স সেলের উদ্যোগে ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে ১২ জুন ২০১৫ ৩০তম সার্কফাইন্যান্স গ্রুপ মিটিং ও আর্থিক সেবাভুক্তি (Financial Inclusion) বিষয়ে দিনব্যাপী সার্কফাইন্যান্স গভর্নরস্ সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। এতে সার্কভুক্ত দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ও অর্থসচিব, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, সিম্পোজিয়ামের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকের প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন।

এ উপলক্ষে ১২ জুন সকালে ৩০তম সার্কফাইন্যান্স গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের গভর্নর ও সার্কফাইন্যান্স নেটওয়ার্কের বর্তমান সভাপতি মোঃ আশরাফ মাহমুদ ওয়াত্রা। এসময় উপস্থিত ছিলেন সার্কভুক্ত দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর, অর্থ সচিববৃন্দ ও তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দ।

এরপর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে মূল প্রতিপাদ্য ধরে অনুষ্ঠিত হয় সার্কফাইন্যান্স গভর্নরস্ সিম্পোজিয়ামের উদ্বোধনী পর্ব। এতে সার্ক অঞ্চলের গভর্নর ও দেশ-বিদেশের আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ অংশ নেন। এ অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন রয়েল মনিটারি অথরিটি অব ভুটান এর গভর্নর দাশো দাও তেনজিং। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস.কে. সুর চৌধুরী। এপর্বে উদ্বোধনী ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর উপস্থিত অতিথিবর্গ বিষয়টি নিয়ে মতামত প্রদান করেন। ভুটানের গভর্নরের সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এ পর্ব শেষ হয়।

এরপর শুরু হয় সার্কফাইন্যান্স গভর্নরস্ সিম্পোজিয়ামের প্রথম সেশন। এ সেশনে সভাপতিত্ব করেন রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার গভর্নর ড. রঘুরাম জি. রাজন। সেশনে বাংলাদেশ, ভারত, আফগানিস্তান ও ভুটান সম্পর্কে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্ব স্ব দেশের কর্মকর্তাবৃন্দ। এতে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম ও দেশের আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। এ পর্বে নির্ধারিত দেশের প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ। সেশন সভাপতি গভর্নর ড. রঘুরাম জি. রাজনের সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রথম পর্ব শেষ হয়।

সার্ক গভর্নরদের নিয়ে সার্কফাইন্যান্স গভর্নরস্ সিম্পোজিয়ামের দ্বিতীয় পর্বে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এ পর্বে নিজ নিজ দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনোনীত কর্মকর্তাবৃন্দ। এরপর উপস্থাপিত বিষয় নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সেশনের সভাপতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানের সমাপনী বক্তব্যে সার্কভুক্ত দেশগুলোর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির আওতায় আনতে একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে সার্কফাইন্যান্স গ্রুপ মিটিং ও গভর্নরস্ সিম্পোজিয়াম সমাপ্ত হয়।

সব ব্যাংকে আলাদা কৃষিঋণ বিভাগ খোলার নির্দেশ

বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষিঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি জারিকৃত এক সার্কুলারে দেশের সকল বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংককে আলাদা কৃষিঋণ বিভাগ খোলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ও বেসিক ব্যাংককেও এই নির্দেশ প্রদান করা হয়।

সার্কুলার মোতাবেক ব্যাংকগুলোর প্রধান কার্যালয়ে আলাদা বিভাগ/সেল খোলার পাশাপাশি শাখা পর্যায়ে একজন কর্মকর্তাকে কৃষিঋণ-সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব নিতে বলা হয়। সেই সঙ্গে বিভাগ ও কর্মকর্তাদের কাজের পরিধিও নির্ধারণ করে দেয়া হয়। ২০ জুলাই ২০১৫ এর মধ্যে এ নির্দেশ পরিপালন করে তা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অবহিত করতে বলা হয়েছে।

আকুর ৪৪তম বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ মিটিং অনুষ্ঠিত

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ মিটিংয়ে বিদেশি অতিথিবৃন্দের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) ৪৪তম বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ মিটিং ১৩ জুন ২০১৫ ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ২০১৫ সালের আকু চেয়ারম্যান হিসেবে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সভায় ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার ও ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরগণ অংশ নেন। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও আমন্ত্রিত অতিথিরা এসভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতেই সূচনা বক্তব্য দেন ইরান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. ভালিউল্লাহ সেইফ। এসময় তিনি আফগানিস্তান কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আকুর সম্মানিত সদস্য হিসেবে সংস্থাটিতে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন আকুর নতুন চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। তিনি তাঁর বক্তব্যে আকুর সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান ও ইরান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. ভালিউল্লাহ সেইফকে আকু সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখায় বিশেষ ধন্যবাদ জানান। এসময় গভর্নর ড. আতিউর রহমান আকু সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি যাতে নিজস্ব মুদ্রার মাধ্যমে করা যায় সে ব্যাপারে নজর দেয়ার আহ্বান জানান। আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আকু সদস্য রাষ্ট্রগুলো আরও আন্তরিক হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। একইসাথে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে আকু সদস্যরাষ্ট্রগুলোর প্রবৃদ্ধি বাড়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

সভার একটি সেশনে সভাপতির বক্তব্যে গভর্নর ড. আতিউর রহমান খেলাপি ঋণকে আকুভুক্ত দেশগুলোর জন্য একটা সমস্যা উল্লেখ করে এ অবস্থা থেকে উত্তরণে আকু সদস্যদের সম্মিলিত উদ্যোগের আহবান জানান। আকু সম্পর্কিত একটি বিশেষ সভায় 'Non Performing Loan Management in Bangladesh' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী।

আলোচনায় উঠে আসে- ১৯৭৬ সালে আকুতে পাঁচ কোটি ১৪ লাখ ডলারের লেনদেন নিষ্পত্তি হয়েছিল। ২০১৪ সালে এটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই হাজার ৩৬ কোটি ডলারে। এসময় আরও বলা হয়, চলতি বছরের মার্চ শেষে বাংলাদেশের খেলাপি ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৪৯ শতাংশে। গত ডিসেম্বর শেষে যা ছিল নয় দশমিক ৬৯ শতাংশ। মার্চ শেষে ইরানের খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ১২ শতাংশে। ২০১০ সাল শেষে এটি ছিল আট দশমিক ৮০ শতাংশ।

২০১৩-১৪ অর্থবছর শেষে ভুটানে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ১২ শতাংশে। আগের অর্থবছর শেষে যা ছিল নয় শতাংশ। ঠিক তেমনিভাবে চলতি বছরের মার্চ শেষে শ্রীলংকা ও মিয়ানমারের খেলাপি ঋণও অনেকাংশে বেড়েছে বলে জানানো হয়।

এসময় আকুর বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর পরবর্তী মিটিংয়ে Financing External Trade-Issues and Challenges শীর্ষক বিষয়ে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হবে বলেও জানানো হয়। ১৪ জুন আকু সম্মেলন, সার্কফাইন্যান্স গ্রুপ মিটিং ও গভর্নরস্ সিম্পোজিয়ামে অংশ নেয়া সদস্যদের সম্মানে একটি নৌভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। নৌভ্রমণে আকু সদস্যরাষ্ট্রের গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরসহ আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথি নদীমাতৃক বাংলাদেশের রূপ-বৈচিত্র্য উপভোগ করেন।

আকু সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, প্রত্যেক দেশের ব্যাংকিং সেবার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের আশ্বাস ও নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক আরও সুসংহতের আহবান জানানোর মধ্য দিয়ে আকুর বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ মিটিং শেষ হয়।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

বিএফআইইউ ও ফিজি এফআইইউ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে রাশিয়া, পানামা, ফিজি, কিরগিজিস্তান এবং বারবাডোজ এ পাঁচটি দেশের এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ৯-১০ জুন ২০১৫ বারবাডোজে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর চার সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল এগমন্ট গ্রুপের বার্ষিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণকালে দেশগুলোর মধ্যে এ সমঝোতা হয়। এসময় বাংলাদেশের পক্ষে সমঝোতা স্মারকগুলোতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক এবং বিএফআইইউ এর উপ প্রধান ম. মাহফুজুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএফআইইউ এর যুগ্মপরিচালক ইয়াসমিন রহমান বুলা, এ কে এম রমিজুল ইসলাম এবং উপপরিচালক তরুন তপন ত্রিপুরা।

এই সমঝোতার মাধ্যমে উক্ত দেশসমূহের সাথে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ে বাংলাদেশের তথ্য আদান-প্রদান সহজতর হবে।

উল্লেখ্য, এগমন্ট গ্রুপ হলো বিশ্বের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটগুলোর একটি সংগঠন। স্মারকগুলো স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে এমন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৬।

ঢাকায় ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক গভর্নরের জনবক্তৃতা

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার গভর্নর ড. রঘুরাম জি. রাজন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কফাইন্যান্স সেলের উদ্যোগে ঢাকার একটি হোটেলে ১১ জুন ২০১৫ রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার গভর্নর ড. রঘুরাম জি. রাজন এক জনবক্তৃতায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল 'Going Bust for Growth : Policies after the Global Financial Crisis'। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। অনুষ্ঠানে সার্কভুক্ত দেশসমূহের গভর্নর ও অর্থসচিববৃন্দ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিবর্গ, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, ব্যাংকারসহ সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনার শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. আতিউর রহমান। এসময় তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের জনবান্ধব বিভিন্ন কার্যক্রম এবং দেশের আর্থিক ব্যবস্থা ও কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরেন। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন, আকু সম্মেলনে যোগ দিতে এসে এমন একটি জনবক্তৃতায় অংশ নেয়ায় ড. রঘুরাম জি. রাজনকে ধন্যবাদ জানান ড. আতিউর রহমান।

প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে ড. রঘুরাম জি. রাজন বলেন, টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে মুক্ত বাণিজ্য, বাজার সুবিধা ও বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে প্রতিটি দেশের প্রত্যেক নাগরিককে অর্থব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

তিনি বলেন, প্রবৃদ্ধি অবশ্যই ভালো। কিন্তু টেকসই নয় এমন প্রবৃদ্ধি খারাপ। তাই প্রবৃদ্ধি অর্জনে বেশি মানুষকে সম্পৃক্ত করলেই তা কেবল টেকসই হবে। তাঁর মতে, বিনিয়োগের চাহিদা না থাকলে অনেক সময় সুদের হার শূন্য হলেও কাজ হবে না। তাই একটা দেশ কিভাবে তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করছে, সেটাই দেখার বিষয়।

তিনি আরও বলেন, চাহিদা না থাকলে সরবরাহ থাকবে না। আর সরবরাহ না থাকার মানে হলো উৎপাদন না থাকা। তেমনি উৎপাদন না থাকলে কর্মসংস্থান হবে না, বিনিয়োগ হবে না। তাই যেখানে চাহিদা আছে সেসব ক্ষেত্রে বড় বড় প্রকল্প চালু করার আহ্বান জানান তিনি।

তবে এক্ষেত্রে শুধু সরকারি অর্থে বেশি প্রকল্প হলে লুটপাট হতে পারে। আবার বেসরকারি বিনিয়োগ বেশি মাত্রায় হলে প্রকল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে অধিক মুনাফার প্রবণতা আসতে পারে। তাই এসব থেকে রক্ষা পেতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মধ্য দিয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন গভর্নর ড. রঘুরাম জি. রাজন।

ড. রঘুরাম জি. রাজনের বক্তৃতার পর উপস্থাপিত প্রবন্ধ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এ অনুষ্ঠানটি ড. আতিউর রহমানের ধন্যবাদ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

আকু চেয়ারম্যান হলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

গভর্নর ড. আতিউর রহমান

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন, আকুর চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। ঢাকায় ১৩ জুন ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত আকুর পরিচালনা পর্ষদের ৪৪তম বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ পদে দায়িত্ব নেন তিনি। ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ড. ভালিউল্লাহ সেইফের কাছ থেকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন ড. আতিউর রহমান।

এসময় ড. আতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পর্ষদ সভায় ভারত, পাকিস্তান, ইরান, নেপাল, ভুটান ও আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর, আকুর মহাসচিব, মিয়ানমার ও শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরবৃন্দসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত বছর ইরানে অনুষ্ঠিত বৈঠকেই বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন, আকুর ২০১৫ সালের জন্য চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়।

সভায় ২০১৬ সালের আকু চেয়ারম্যান হিসেবে মিয়ানমারের গভর্নরকে এবং ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে শ্রীলংকার গভর্নরকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানানো হয়। এসময় আকুর পরবর্তী অর্থাৎ ৪৫তম বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ মিটিং ২০১৬ সালে মে মাসে মিয়ানমারে অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানানো হয়।

সভায় আকুর মহাসচিব লিডা বোরহান আজাদ জানান, ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে আকুর মাধ্যমে ৩৫৩ কোটি ৪৩ লাখ ডলার বেশি লেনদেন হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এসময় বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি কমলেও ২০১৪ সালে আকুর সদস্য দেশগুলো থেকে বাংলাদেশের আমদানি আগের বছরের তুলনায় ২০ দশমিক ৩০ শতাংশ বেড়েছে। আবার অন্যান্য দেশে বাড়লেও একই সময়ে আকুর সদস্য দেশগুলোতে বাংলাদেশের রপ্তানি কমেছে ১১ দশমিক ৩০ শতাংশ।

উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে এশিয়ার ছয়টি দেশ নিয়ে গড়ে তোলা হয় এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন, আকু। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা নয়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, মালদ্বীপ ও ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমন্বয়ে আকু সদস্যরা নিজেদের প্রয়োজনীয় লেনদেন সম্পন্ন করে। দেশগুলোর মধ্যে আমদানি-রপ্তানির লক্ষ্যে যে লেনদেন হয়, প্রতি দুই মাস অন্তর এসব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা একে অন্যকে পরিশোধ করে।

সহকারী পরিচালকদের নবীনবরণ ও পরিচিতি সভা

বাংলাদেশ ব্যাংকে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ১৬৫ জন সহকারী পরিচালকের নবীনবরণ ও পরিচিতিমূলক সভা ২৮ মে ২০১৫ প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম ও এস. কে. সুর চৌধুরী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল ও এইচআরডি-১ এর মহাব্যবস্থাপক আবু ফরাহ মোঃ নাছের এবং এইচআরডি-২ এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ আজিজুর রহমান। এতে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল। তিনি সহকারী পরিচালকদের স্বচ্ছতা, সততা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সামনের দিনগুলোতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আরও এগিয়ে নেয়ার আহবান জানান। এরপর বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা দেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। তিনি নবীন সহকারী পরিচালকদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিভিন্ন খাত থেকে অর্জিত জ্ঞান, নিজের মেধা ও সামনের দিনগুলোতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে নতুন সহকারী পরিচালকেরা এগিয়ে নিয়ে যাবেন। বিশেষ অতিথি ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম তাঁর বক্তৃতায় বলেন, নবীন সহকারী পরিচালকরা যেভাবে স্বচ্ছ একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এখানে যোগদান করেছে, নিজেকেও সর্বদা সৎ ও স্বচ্ছ রেখে দেশের অর্থব্যবস্থাকে একটি শক্ত ভিত দিতে তাঁরা সক্ষম হবে।

পরিচিতি সভায় বক্তব্য রাখছেন একজন নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালক

এরপর প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান তাঁর দিকনির্দেশনামূলক বক্তৃতার শুরুতেই সবাইকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আঙ্গিনায় স্বাগত জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মতো কালজয়ী ইতিহাস। সবাই যাতে অর্থনৈতিক একটি সমতায় বসবাস করতে পারে সে লক্ষ্যেই রচিত হয়েছিল সে ইতিহাস। আমরা এখনও ১৯৭১ সালের সে কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলাকে খুঁজে পাইনি। তবে আমরা অগ্রগতির পথেই হাঁটছি। আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চলমান নানা কার্যক্রম দেশে-বিদেশে আলোচিত হচ্ছে জানিয়ে এ ধারা অব্যাহত রাখতে নতুন সহকারী পরিচালকদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, একজন কেন্দ্রীয় ব্যাংকার হিসেবে নতুনদের দায়িত্ব অনেক। সে দায়িত্ব নিজের মনে করে পালন ও স্বাধীনতার শহীদদের রক্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নবীনেরা দেশকে অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিবে এটাই প্রত্যাশা। জঙ্গিবাদসহ অন্যান্য দেশবিরোধী কার্যক্রমে যেন দেশের মেধা ও অর্থ ব্যয় না হয় সেদিকে নজর রেখে দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে সকলের ভূমিকা রাখার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন গভর্নর।

সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা তাঁর বক্তৃতায় বলেন, দেশ যদি স্বাধীন না হতো তবে আজ আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম নারী ডেপুটি গভর্নর হতে পারতাম না। তাই সর্বদা স্বাধীনতার শক্তিকে ধারণ করে দেশকে অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দেয়াই হবে নবীন কর্মকর্তাদের চ্যালেঞ্জ।

উল্লেখ্য, এবারের নবীনবরণ ও পরিচিতিমূলক সভা দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে নতুন নিয়োগ পাওয়া সহকারী পরিচালকদের মধ্য থেকে প্রতি পর্বে দু'জন করে বক্তব্য রাখেন। নবীনদের বক্তব্যেও উঠে আসে গভর্নর ড. আতিউর রহমানের এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সেরা গভর্নরের স্বীকৃতি, গ্রিন ব্যাংকিং, স্কুল ব্যাংকিংসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানা অর্জনের সুখবর। দুপর্বেই অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর মহাব্যবস্থাপক আবু ফরাহ মোঃ নাছের।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের নিয়ে ৩০ তলা ভবনের ব্যাংকিং হলে ৩০ মে ২০১৫ এক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শ্রেণিভিত্তিক দুটি বিভাগে (ক ও খ বিভাগ) বিভক্ত হয়ে নিবন্ধিত ৯৫জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার ক-বিভাগের বিষয়বস্তু ছিল 'আমাদের ছোট গ্রাম' এবং খ-বিভাগের বিষয়বস্তু ছিল 'বাংলাদেশের প্রকৃতি'। এতে উপস্থিত ছিলেন প্রতিযোগিতার আয়োজন ও নির্বাচন কমিটির সদস্য নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক, এইচআরডি- ১ এর মহাব্যবস্থাপক আবু ফরাহ মোঃ নাছের এবং উপমহাব্যবস্থাপক কাজী আকতারুল ইসলাম, আইন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক কাকলী জাহান আহমেদ ও এইচআরডি- ১ এর উপপরিচালক এস. এম. এস. আসাদ।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা দেখছেন নির্বাহী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা

উল্লেখ্য, প্রতি বছর ঈদ-উল-ফিতর এবং ইংরেজি ও বাংলা নববর্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক শুভেচ্ছা কার্ড তৈরি করে। আর এসব শুভেচ্ছা কার্ডে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ও নির্বাচিত কিছু চিত্র ব্যবহার করা হয়।

চিফ ইকোনমিস্টস্ ইউনিটে 'বাতায়ন' সেমিনার কক্ষের উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের চিফ ইকোনমিস্টস্ ইউনিটে ১৭ জুন ২০১৫ বাতায়ন নামে একটি সেমিনার কক্ষের উদ্বোধন করা হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এছাড়াও নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরূপাক্ষ পাল ও ইউনিটের মহাব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য বিভাগের আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ এবং ইউনিটের সকল স্তরের কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অয়োজনের শুরুতেই গভর্নর ড. আতিউর রহমান ফিতা কেটে বাতায়ন সেমিনার কক্ষটির উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এরপর অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা পর্ব। এ পর্বে ফুল দিয়ে গভর্নরকে বরণ করে নেন চিফ ইকোনমিস্টস্ ইউনিটের মহাব্যবস্থাপক বেগম সুলতানা রাজিয়া।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরূপাক্ষ পাল বাতায়ন সেমিনার কক্ষটির জন্য জায়গা বরাদ্দ দেয়ায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, কক্ষটি চিফ ইকোনমিস্টস্ ইউনিটের হলেও প্রয়োজনীয় কাজে যে কোনো বিভাগ ব্যবহার করতে পারবে। তিনি বলেন, ব্যাংকের গবেষকরা এ কক্ষটিতে সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনাসহ মতবিনিময়ের কাজটি সহজেই করতে পারবেন। এর ফলে গবেষকদের কাজের পরিধি আরও বিস্তৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ডিসিপি পরিদর্শন করছেন গভর্নর ও অতিথিবৃন্দ

প্রধান অতিথি ড. আতিউর রহমান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন

নির্বাহী পরিচালক মোঃ আহসান উল্লাহ এসময় বলেন, গবেষকদের উচিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, ব্যাংকিং সুপারভিশন ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের ঋণদান পদ্ধতি ও সেবা নিয়ে বাস্তবভিত্তিক গবেষণা রিপোর্ট তৈরি করা।

প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, একজন গবেষক হিসেবে চিফ ইকোনমিস্টস্ ইউনিটে এমন একটি সেমিনার কক্ষ উদ্বোধন করতে পেরে আমি আনন্দিত। তবে কক্ষটি যাতে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হয় সেদিকে নজর দিতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান গভর্নর। তিনি আরও বলেন, আমি চাই আমাদের গবেষকরা আরও উন্নত ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন গবেষণা প্রণয়ন করবেন। গবেষণার ক্ষেত্রে যাতে সর্বদা দেশের চলমান ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবা ও পণ্য গুরুত্ব পায় সেদিকটিতেও নজর দেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

উল্লেখ্য, চিফ ইকোনমিস্টস্ ইউনিটে কক্ষটি উদ্বোধন করে গভর্নর ড. আতিউর রহমান একই ফ্লোরের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স ঘুরে দেখেন এবং বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এসময় বিভাগের মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক ও উপমহাব্যবস্থাপক সাঈদা খানম গভর্নরকে স্বাগত জানান।

ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানাকে সম্মাননা প্রদান

কার্জন হল ক্লাব' ৭২ এর উদ্যোগে ১৩ জুন ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল অডিটোরিয়ামে এক সম্মাননা প্রদান করা হয়। কার্জন হলে অবস্থিত বিভাগসমূহের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাঁরা বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংকের নির্বাহী পদে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁদেরকে এ সম্মাননা দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কার্জন হল ক্লাব' ৭২ এর সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁর বক্তৃতায় সম্মাননাপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান মো. লকিয়ত উল্লাহ্, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও নাজমুস সালেহীন, সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও প্রদীপ কুমার দত্ত এবং উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও শেখ আব্দুল আজিজকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ২০১৫-২০১৮ কার্যনির্বাহী কমিটির সহসভাপতি ও অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক সালমা বেগম মুক্তা এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক ড. এ. এইচ. এম. মোস্তাফিজুর রহমান। কার্জন হল ক্লাব' ৭২ এর ২০১৫-১৮ সালের কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক ও সম্মাননা প্রদান শেষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

সম্মাননাপ্রাপ্ত অন্যান্য অতিথির সাথে ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরীর অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদক লাভ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরীকে ৫ জুন ২০১৫ তারিখে অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদক- ২০১৫ প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাপানের মানবতাবাদী লেখক নাওমি ওয়াতানাবে ও বিশিষ্ট সমাজসেবক প্রমথ বড়ুয়া। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টিপ্রচার সংঘের সভাপতি সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথেরো।

ডেপুটি গভর্নরের হাতে স্বর্ণপদক তুলে দিচ্ছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু

অনুষ্ঠানে দেশের গতিশীল ব্যাংকিং ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরীকে মানবতাবাদী ব্যাংকার হিসেবে উপাধি দিয়ে তাঁকে অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদক- ২০১৫ প্রদান করেন। এসময় তথ্যমন্ত্রী বলেন, সুর চৌধুরী হলেন দেশের অনুসরণীয় ব্যাংকিং ব্যক্তিত্ব, তিনি এ সময়ের একজন মানবতাবাদী ব্যাংকার। তিনি তাঁর ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে মানবতাবাদী কেন্দ্রীয় ব্যাংকার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে ব্যাংক ব্যবস্থাপনাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় হাজির করেছেন।

'বরেণ্য ব্যাংকার হিসেবে এস. কে. সুর চৌধুরী' গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচনপর্ব

এবছর এস. কে. সুর চৌধুরীর সাথে যাঁরা অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছেন তাঁরা হলেন- পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ইকরাম আহমেদ, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, গবেষক ড. রতন সিদ্দিকী, রাজউক চেয়ারম্যান জি এম জয়নাল আবেদীন ভূইয়া।

এর আগে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে গোলাম কাদের সম্পাদিত 'বরেণ্য ব্যাংকার হিসেবে এস. কে. সুর চৌধুরী' শিরোনামে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথিতযশা ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরীর জীবন ও কর্মের মূল্যায়নধর্মী গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।

আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি লাভ

কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক মোঃ হুমায়ূন কবীরকে সম্প্রতি নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে বহাল করা হয়েছে।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসহ স্নাতক এবং ১ম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৮৪ সালে ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যোগদান করেন। চাকরিকালে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৃত্তি নিয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নিউ অরলিন্স থেকে কৃতিত্বের সাথে এমবিএ (ফাইনান্স) ডিগ্রি অর্জন করেন।

দীর্ঘ ৩০ বছরের অধিককালের চাকরি জীবনে তিনি হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ এবং সর্বশেষ কারেন্সি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টসহ ব্যাংকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে তিনি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া 'দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ লিঃ' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ হুমায়ূন কবীর

চাকরির পাশাপাশি ঢাকা ও সিলেটের একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে অধ্যাপনা করেছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত ও ভুটান সফর করেন। মোঃ হুমায়ূন কবীর কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার অন্তর্গত আড্ডা ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামের মাওলানা মোঃ আলী আহমেদের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

রাজশাহী অফিস

পুনঃঅর্থায়ন তহবিল পরিচালনা বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে ১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য ২০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল পরিচালনা বিষয়ক এক কর্মশালা ৩০ মে ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া এবং প্রধান কার্যালয়ের গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক মনোজ কুমার বিশ্বাস প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রাজশাহী অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক মোহাঃ সফিক উদ্দিন কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের যুগ্মপরিচালক মোঃ রেজাউল করিম সরকার।

কর্মশালায় প্রধান আলোচক মহাব্যবস্থাপক মনোজ কুমার বিশ্বাস বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল হতে কিভাবে তৃণমূল, ছিন্নমূল, প্রতিবন্ধী, পরিচ্ছন্নতাকর্মীসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনা যায় তার দিকনির্দেশনা

নির্বাহী পরিচালকের সঙ্গে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রদান করেন। প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া ব্যাংকসমূহকে তাদের শাখায় রক্ষিত ১০ টাকার হিসাবধারীদের এ স্কিমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার এবং যারা এখনও ব্যাংকিং সেবার আওতায় আসেননি তাদের ১০ টাকার হিসাব খুলে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের পরামর্শ দেন। এছাড়াও তিনি এ ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা বা মতামত থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য ব্যাংক প্রতিনিধিদের নির্দেশনা দেন।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

রাজশাহী অফিসে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি কর্তৃক 'Foreign Exchange and Foreign Trade' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কোর্স ২৬-২৮ মে ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বিবিটিএর মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোশাররফ হোসেন খান উপস্থিত ছিলেন। রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক শেখ আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে রাজশাহী অফিস ও এর আওতাধীন ৩৫টি অথরাইজড ডিলার ব্যাংকের ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বরিশাল অফিস

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ৩০ মে ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সর্বমোট ১৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এসময় প্রতিযোগিতা আয়োজনে গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল আলী, উপমহাব্যবস্থাপক (ব্যাংকিং) এ. কে. এম গোলাম মুস্তাফাসহ কমিটির সদস্য যুগ্মব্যবস্থাপক মোঃ মাহবুবর রহমান, উপব্যবস্থাপক নন্দ দুলাল সাহা, সহকারী ব্যবস্থাপক শাহরিয়ার হাসান চৌধুরী ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর অফিস

পুনঃঅর্থায়ন তহবিল বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসে প্রধান কার্যালয়ের গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল পরিচালনা বিষয়ক কর্মশালা ৬ জুন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকসমূহ যাতে নীতিমালা মেনে সঠিকভাবে ঋণ বিতরণ করে দ্রুত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পায় সে লক্ষ্যে তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা ও সফ্টওয়্যার ব্যবহার বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্য এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক মনোজ কুমার বিশ্বাস। তিনি ব্যাংকসমূহকে এই তহবিলের আওতায় তাদের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক স্ব-নির্ধারিত মোট ১৩৭.৫০ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আরও উদ্যোগী হওয়ার এবং যথাযথভাবে পুনঃঅর্থায়নের আবেদন করার আহ্বান জানান। রংপুর অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ খুরশীদ আলম কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। এসময় তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা ও সফ্টওয়্যার বিষয়ে দুইটি সেশন পরিচালনা করেন জিবিএন্ডসিএসআর বিভাগের যুগ্মপরিচালক রেজাউল করিম সরকার ও উপপরিচালক এ এইচ এম রফিকুল ইসলাম এবং ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের উপপরিচালক সোনিয়া রাহনুমা। এ কর্মশালায় ২৩টি তফসিলি ব্যাংকের ৫৪ জন ব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক প্রধান উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন মহাব্যবস্থাপক মনোজ কুমার বিশ্বাস

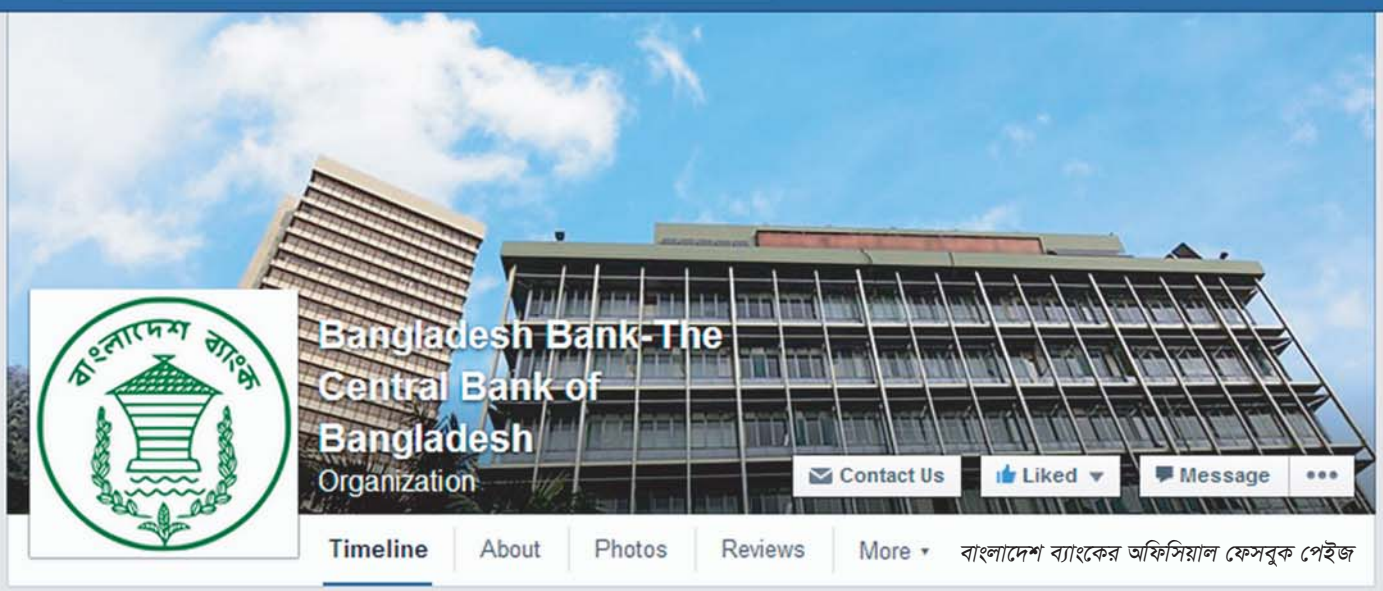

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক

গোলাম রাব্বী

> *কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বস্তরের স্টেকহোল্ডারের কাছে তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের আরও বেশি করে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আজ থেকে Social Media Communication Gateway এর যে দ্বার উন্মোচন করল, তা অচিরেই যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন মাধ্যমে পরিণত হবে*

Post

ডিজিটাল যুগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে কোনো যোগাযোগ আরও সহজ এবং দ্রুততর করতে বাংলাদেশ ব্যাংক যুক্ত হলো ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউবের সঙ্গে। ১৫ জুন ২০১৫ প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংকের টুইটার অ্যাকাউন্টে নিজের প্রথম টুইটবার্তা পোস্টের মধ্য দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনগণকে তথ্যসেবা দেয়ার নতুন এ দ্বার উন্মোচন করেন।

এ উপলক্ষে আয়োজিত Bangladesh Bank Social Media Communication Gateway এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম ও এস. কে. সুর চৌধুরী। এছাড়াও ছিলেন ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, রেসিডেন্ট ম্যাক্রো-প্রুডেন্সিয়াল অ্যাডভাইজার গ্লেন টাস্‌কি। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের Social Media Communication Gateway কাজে সহায়তা প্রদানকারী এজেন্সি 'INSPIRA' এর কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সভার শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য দেন নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মনিরুজ্জামান। তিনি বলেন, এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য নতুন একটি মাইলফলক। এর মধ্য দিয়ে আমরা ডিজিটাল যুগে আরও একধাপ এগিয়ে গেলাম। কেননা বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তি আর যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নতি ছাড়া আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতির কথা কল্পনাই করা যায় না। এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সেবা আরও সহজে সাধারণ জনগণ পাবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

স্বাগত ভাষণের পরপরই বাংলাদেশ ব্যাংকে সামাজিক যোগাযোগ প্রতিস্থাপনের জন্য যে সংস্থাটি কাজ করেছে সেই 'INSPIRA' কনসাল্টিং এজেন্সির পক্ষ থেকে একটি তথ্যবহুল পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী সামিরা জুবেরী হিমিকা এই প্রেজেন্টেশনটি সবার সামনে তুলে ধরেন। তাঁর প্রেজেন্টেশনে উঠে আসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কেন গুরুত্বপূর্ণ এ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুক্ত থাকা।

এসময় আলোচনায় উঠে আসে, বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সামাজিক যোগাযোগে যুক্ত হয়েছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগের সম্পৃক্তি। বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সঙ্গে যুক্ত রয়েছে যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশগুলোর বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার আর ইউটিউবে প্রতিনিয়ত নানা সেবার তথ্য তুলে ধরছে। যেমন - রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলংকা, রয়্যাল মনিটরি অথরিটি অব ভুটান ও স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান। আর

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের সরব উপস্থিতি বহুকাল আগে থেকেই অব্যাহত রেখেছে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, জাপানসহ উন্নত বিশ্বের প্রায় সব কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

'INSPIRA'র উপস্থাপিত তথ্যে দেখা যায়, পৃথিবীতে বর্তমানে ৭০২ কোটি মানুষের মধ্যে ইন্টারনেট সেবা ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩০০ কোটি। এর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খুব সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে ২০০ কোটি মানুষ। বাংলাদেশে ফেসবুক ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সালে ছিল প্রায় ১ কোটি। এপ্রিল ২০১৫ সালে যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪০ লক্ষে। প্রতি ৩.৭ মিনিটে একজন মানুষ ফেসবুকে সম্পৃক্ত হচ্ছেন বলে আলোচনায় জানা যায়। অধিকতর জনসম্পৃক্ত ও স্পর্শকাতর এই যোগাযোগ মাধ্যমে খুব সতর্কভাবে ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে কাঙ্ক্ষিত প্রচার ও সুফল পেয়ে চলেছে।

প্রাপ্ত তথ্যমতে জানা যায়, দেশে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের অ্যাকাউন্টধারী প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ, দৈনিক গড় লেনদেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। এটিএম, ই-কমার্স এবং মোবাইলে লেনদেনে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত এখন অনেক বেশি অগ্রসর অবস্থানে রয়েছে।

আর তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার নানা সুযোগ প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পদার্পণ বাংলাদেশ ব্যাংকের। সামাজিক যোগাযোগে এ নবযাত্রার প্রাক্কালে বক্তব্য দিতে গিয়ে ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। প্রযুক্তিগত অবকাঠামো সম্প্রসারণের সাথে সাথে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সার্বিক দিক বিবেচনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বস্তরের স্টেকহোল্ডারের কাছে তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের আরও বেশি করে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আজ থেকে Social Media Communication Gateway এর যে দ্বার উন্মোচন করল, তা অচিরেই যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন মাধ্যমে পরিণত হবে।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান টুইট করছেন

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে সম্পৃক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ এ বিষয়ে নিজেদের মত তুলে ধরেন। এসময় কিভাবে ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউবের তথ্য আদান-প্রদান সহজতর ও গ্রহণযোগ্য হবে সে বিষয়ে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন তাঁরা। এ পর্বটি পরিচালনা করেন নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মনিরুজ্জামান।

গভর্নর তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, প্রতিবন্ধকতার মাঝেও গত ছয় বছরে বর্তমান সরকারের দূরদর্শী পদক্ষেপে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির ধারায় ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে 'সরকারের রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়ন জোরালোভাবে এবং কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে সরকারের একান্ত সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক তার প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের ধারা অক্ষুণ্ন রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং, দারিদ্র্য লাঘব, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক নতুন ধারা চালু করেছে যা সমগ্র আর্থিক খাতকে দিয়েছে প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি অনন্য মানবিক চেহারা। ডিজিটাল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে পরিবর্তনের চিত্রও তুলে ধরেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। তিনি উল্লেখ করেন, স্বদেশি উন্নয়ন কৌশলের দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তির অবকাঠামো উন্নয়নসহ ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ইন্টারনেট ডেনসিটি বৃদ্ধি, সাবমেরিন ক্যাবলের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি, নতুন সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনসহ টেলিযোগাযোগ খাতের সকল সেবা আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তিবান্ধব নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের ৯৯ ভাগ এলাকা এখন মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। মোবাইল ফোন গ্রাহকগণ উন্নত টেলিসেবা পাচ্ছেন। দেশে থ্রি-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু হয়েছে। ফোর-জি প্রযুক্তিও অচিরেই চালু হবে। টেলিডেনসিটি শতকরা ৭০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। দেশে প্রায় সাড়ে ১২ কোটি মানুষ মোবাইল সংযোগ ব্যবহার করছে। একইসাথে তিনি বলেন, সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন পূরণে বাংলাদেশ ব্যাংক ও দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ডিজিটাইজড করা হয়েছে। জনস্বার্থে মোবাইল ব্যাংকিং, স্কুল ব্যাংকিং, গ্রিন ব্যাংকিং, সিএসআর, গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র, এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মতো নানা উদ্যোগ স্বদেশ ও বিদেশ থেকে এনেছে প্রশংসা। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে ও জিডিপি প্রবৃদ্ধি সচল রয়েছে বলে মত দেন গভর্নর।

একুশ শতকের তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব মানব সভ্যতার গতি ও প্রকৃতি দ্রুত বদলে দিচ্ছে উল্লেখ করে গভর্নর বলেন, দ্রুত বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবনমান। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকও তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ এবং এর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের জন্যে গ্রাহক স্বার্থ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে ১৬২৩৬ নম্বরের একটি হটলাইন চালু করা হয়েছে। এ নম্বরে আর্থিক খাতের গ্রাহকগণ দ্রুত তাদের অভিযোগ দাখিল করতে পারছেন। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে যুগোপযোগী নীতি-কৌশল গ্রহণ করা। এজন্য আমরা যোগাযোগের সবগুলো মাধ্যম বা টুলস্ ব্যবহার করার চেষ্টা করছি। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকে সোশ্যাল মিডিয়া কমিউনিকেশন গেটওয়ের যাত্রা শুরু হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন ড. আতিউর রহমান।

নিজের উদ্বোধনী বক্তব্য শেষ করেই টুইটারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে প্রথম টুইটবার্তা পোস্ট করেন ড. আতিউর রহমান। গভর্নরের প্রথম টুইটটি ছিল- 'Hello, Atiur Rahman here, officially on twitter now. This is a strategic move towards greater communication and inclusion.'

গভর্নর ড. আতিউর রহমানের টুইটার পোস্টের পরপরই ফেসবুকে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরীর একটি পোস্টের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হয় সবচেয়ে জনপ্রিয় যোগাযোগ সাইট ফেসবুকে বাংলাদেশ ব্যাংকের যাত্রা। এসময় ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেমের একটি ভিডিও আপলোডের মাধ্যমে ইউটিউবে নিজেদের পদচারণার জানান দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রথম প্রকাশিত ভিডিওটিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সমাজের বিশিষ্টজনদের নতুন এ যাত্রার সাফল্য ও নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরতে দেখা যায়।

উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অর্থ-বাণিজ্য সম্প্রসারণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ যাত্রা বাংলাদেশকে ভিন্ন এক উচ্চতায় পৌঁছে দিবে এমনটাই আশা সংশ্লিষ্ট সবার।

■ *প্রতিবেদক : অফিসার, ডিসিপি, প্র.কা.*

সেন্টমার্টিনে তিন দিন

মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ

চার বন্ধু মিলে হঠাৎ করেই প্ল্যান হলো সেন্টমার্টিন যাব। যেই ভাবা সেই কাজ। ঐ রাতেই টিকিট কেটে ফেললাম। দুদিন পর যাত্রা। কলাবাগান থেকে টেকনাফের বাস ছাড়ল রাত আটটায়। পথে দুবার যাত্রা বিরতি। ভোরেই পৌঁছে গেলাম টেকনাফ। অল্প কিছু খাবার মুখে দিয়ে চড়ে বসলাম জাহাজে।

টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন যাত্রার পুরো সময়টা ভালো কাটল। সাহসে কুলোয়নি বলে ট্রলারে না গিয়ে আমরা জাহাজে করে যাবার প্ল্যান করি। বেশ বড় জাহাজ। তিনতলা। উপরের ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের পুরোটা দেখা যায় সহজেই। জাহাজ থেকে যাত্রীরা এটা ওটা ছুঁড়ে দিচ্ছিল সাগরের বুকে আর সেই সব খাবার খেতে জাহাজের চারপাশে ভিড় জমায় এক ঝাঁক সামুদ্রিক পাখি। সে এক দেখার মতো দৃশ্য! যাত্রা শুরুর ঘণ্টা দুয়েক পরেই জাহাজ গিয়ে পড়ে গভীর সমুদ্রে। আর প্রায় সাথে সাথেই বড় বড় ঢেউ এসে ধাক্কা দেয়া শুরু করে জাহাজের গায়ে। ঢেউয়ের ধাক্কায় বারবার দুলে উঠছিল জাহাজ। অনেকের চোখেমুখেই দেখলাম ভয়ের ছাপ। আমাদের জাহাজ থেকেই দূরে দেখা যাচ্ছিল সেন্টমার্টিনগামী ট্রলারগুলোকে। এক একটা ঢেউ আসে আর ট্রলার কাত হয়ে ঢুকে যায় সেই ঢেউয়ের ভেতর। মনে হয় এই বুঝি ডুবে গেল। কিছুক্ষণ পর ভুস করে ঢেউ ভেঙে আবার ভেসে ওঠে। রোলার কোস্টার রাইড যাঁরা পছন্দ করেন, এই ট্রলারে চড়লে বুঝবেন আসল রোলার কোস্টার রাইড কী জিনিস। তবে ট্রলার যাত্রীদের অনেকেই সি-সিকনেসের শিকার হন। ক্রমাগত দুলুনিতে অসুস্থ হয়ে যাবার সংখ্যাও নেহায়েত কম না।

সেন্টমার্টিন পৌঁছানোর পর ঘাটে আমাদের অভ্যর্থনা জানান রিসোর্টের গাইড। ঢাকা থেকেই বুকিং করা ছিল বলে উনি সব ঠিক করে রেখেছিলেন। সেন্টমার্টিনে চলার বাহন হলো ভ্যান। ভ্যানে বসার জন্য বেঞ্চের মতো বানানো। সেটাতে করেই পৌঁছলাম রিসোর্টে। দ্বীপের একপ্রান্তে সৈকতের পাশেই রিসোর্ট। থাকার ব্যবস্থা বেশ ভালো। খাবারের বন্দোবস্তও খারাপ নয়।

সারারাত এবং দিনের পুরোটা ভ্রমণ করায় সবাই ক্লান্ত। কিছু মুখে দিয়ে পুরোটা দুপুর কাটল ঘুমে। বিকালে একটু ঘুরে দেখলাম দ্বীপটা। ছোট্ট দ্বীপ। হেঁটেই ঘুরে দেখা যায় পুরোটা। রাতে খাবার টেবিলে দেখা হয়ে গেল বঙ্গোপসাগরের বিখ্যাত রূপচাঁদার সঙ্গে। গোগ্রাসে উদরপূর্তির পর অতিভোজনে ক্লান্ত উদরের ভার কমাতে সমুদ্রের বাতাসে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

সেন্টমার্টিনে বাইরের বিদ্যুৎ সংযোগ নেই বলে জেনারেটরই ভরসা। সেই ভরসাও রাত বাড়লে অবসরে চলে যায়। পুরো দ্বীপজুড়ে নেমে আসে অন্ধকার। কিন্তু জেনারেটর বন্ধ হবার পরও সে রাতে ঠিক ঘুটঘুটে অন্ধকার নামেনি বরং কেমন যেন নরম একটা আলো ছড়িয়ে ছিল চারপাশে।

ছেঁড়া দ্বীপের প্রবাল সৈকত

যাত্রাসঙ্গী সামুদ্রিক পাখি

ছেঁড়া দ্বীপের কেয়া ফল

সেই স্নিগ্ধ নরম আলোয় সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতে পুরো দ্বীপ চক্কর দেয়া শুরু করলাম আমরা চার বন্ধু। হাসাহাসি, হেঁড়ে গলার গান, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা... চলতে চলতে বন্ধু তাহসিন হঠাৎ কিসে যেন হোঁচট খেয়ে ধুপ করে পড়ে গেল সৈকতের ওপর। যেই বালু থেকে উঠতে যাবে- মাথাটা তুলেই পাথর হয়ে গেল ও। যাকে বলে একেবারে পেট্রিফাইড। ঘটনা কি সেটা দেখতে আমরা তিনজন আকাশের দিকে তাকালাম এবং আমাদেরও একই অবস্থা হলো।

পুরো আকাশ জুড়ে বিশাল এক চাঁদ। এতক্ষণের নরম আলোর রহস্যভেদ হলো। সেন্টমার্টিনের চাঁদ আমাদের শহুরে চাঁদের চেয়ে আসলেই বড়। সৈকতে দাঁড়ালে মনে হয় হঠাৎ যেন দিগন্ত ফুঁড়ে বের হয়েছে চাঁদটা। এবং অদ্ভুত ব্যাপার হলো চাঁদটাকে মনে হয় মাথার অনেক কাছে। একটু হাত বাড়ালেই ধরা পড়ে যাবে। 'থালার মত চাঁদ' কথাটার অর্থ এবার সত্যিই বুঝতে পারলাম। কবি সুকান্ত লিখেছিলেন- "পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি"। কলকাতার চাঁদ যদি ঝলসানো রুটি হয় তবে সেন্টমার্টিনের চাঁদ নির্ঘাৎ ঘিয়ে ভাজা পরোটা যা থেকে গলে গলে চুইয়ে পড়ছে ঘিয়ের মতো নরম জ্যোৎস্না।

আমরা যেহেতু অফ সিজনে গিয়েছিলাম, ট্যুরিস্ট একদমই ছিল না। পুরো সৈকত জুড়ে শুধু আমরা চারজন আর সেই অসহ্য রকমের সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদ। মনের মধ্যে এক ধরনের বিভ্রম তৈরি হলো- মনে হলো হঠাৎ পদার্থবিদ্যার সকল সূত্র ভুল প্রমাণিত করে আমরা চারজন যেন পৃথিবী ছেড়ে মার্কেজের কোনো ম্যাজিক রিয়েলিজমের জগতে ঢুকে পড়েছি। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা।

সেন্টমার্টিন যাঁরা গিয়েছেন কিন্তু রাতে অবস্থান করেন নি তাঁরা সত্যিই প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আনন্দের পুরোটুকু মুঠোয় ভরে ফেলতে হলে জন্য সেন্টমার্টিনে রাত্রিযাপনটা অনিবার্য হয়ে ওঠে। তা না হলে এক দুপুরে তিন-চার ঘণ্টা সেন্টমার্টিন দেখা আর অস্কার পাওয়া কোনো ছবির পাঁচ মিনিটের ট্রেইলার দেখা একই ব্যাপার।

মাঝরাত পর্যন্ত চাঁদের শোভা দেখে ফিরে এলাম রিসোর্টে। পরদিন সকালে দেখতে যাব ছেঁড়া দ্বীপ–বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের ভূখণ্ড। বন্ধুরা অ্যাডভেঞ্চারের লোভে সিদ্ধান্ত নিল- হেঁটেই যাবে ছেঁড়া দ্বীপ দেখতে। অগত্যা কি করা? পড়েছি মোঘলের হাতে! নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রওনা দিলাম ছেঁড়াদ্বীপের পথে। কাঁধের ব্যাকপ্যাকে শুকনা খাবার, পানি, একস্ট্রা কাপড় আর ক্যামেরা। ছেঁড়াদ্বীপ হেঁটে যাওয়া একটু ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ- সেন্টমার্টিন আর ছেঁড়াদ্বীপের মাঝখানের সরু ভূখণ্ডটি জোয়ারের সময় পুরো ডুবে যায়। তখন হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। যেতে হয় ভাটার সময়। ছেঁড়াদ্বীপে পৌঁছানোর পরপরই জোয়ার চলে আসে। তখন অপেক্ষা করতে হয় পরবর্তী ভাটার জন্য। একটু এদিকওদিক হলেই হয় মাঝসমুদ্রে ডুবে যাবেন নতুবা ছেঁড়াদ্বীপে আটকে পড়বেন। সেজন্যেই পুরোটা সময় চলতে হয় ঘড়ি ধরে।

ছেঁড়াদ্বীপ হেঁটে যাওয়া এক বিরল অভিজ্ঞতা। ভেবে দেখুন আপনি আক্ষরিক অর্থেই সমুদ্রের বুকে হেঁটে চলেছেন। সমুদ্রের নোনা পানির গন্ধ আর প্রবল বাতাস সঙ্গ দিবে পুরোটা সময় জুড়ে। একটু পরপরই হাঁটু পানিতে দেখতে পাবেন প্রবাল আর নানা রংয়ের মাছ। হাঁটার সময় একটু ভালো কেডস পরে নেয়াটা দরকার। প্রবাল কিন্তু খুবই ধারালো। পা কেটে যাবার আশঙ্কা থাকে। তারপরও বলতে হয় এই পথটুকু হেঁটে না গেলে সেন্টমার্টিন ভ্রমণ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। কিছুক্ষণ হাঁটার পরই খেয়াল করবেন আপনি ছাড়া আর কেউ নেই চারপাশে। সমস্ত পৃথিবীর বাইরে চলে এসেছেন। এমন কি মোবাইলের নেটওয়ার্কও নেই। নিজের সঙ্গে একান্তে সময় কাটানোর এরকম অখণ্ড অবসর আর নির্জনতা কোথায় পাবেন?

তিনদিন সেন্টমার্টিনে কাটিয়ে যখন ফিরে আসছিলাম তখনও মনটা পড়ে ছিল নারিকেল জিঞ্জিরার সৈকতে। নাগরিক জীবনের কোলাহল আর ব্যস্ততার ভিড়ে হারিয়ে ফেলা নিজেকে যেন সত্যিই খুঁজে পেয়েছিলাম সেখানে।

কিভাবে যাবেন?

ঢাকার কলাবাগান, সায়েদাবাদসহ বেশ কিছু স্থান থেকে টেকনাফের সরাসরি বাস পাওয়া যায়। রাতে উঠলে পরদিন ভোরে টেকনাফের নামিয়ে দেবে। একটু ফ্রেশ হয়ে সেখান থেকেই উঠতে হবে সেন্টমার্টিনগামী জাহাজে। সকালে রওনা দিলে দুপুরের আগেই পৌঁছে যাবেন গন্তব্যে। একটু বেশি অ্যাডভেঞ্চারাস হলে যেতে পারেন ট্রলারে। তবে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি- ট্রলারে সেন্টমার্টিন যাওয়া এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা।

কোথায় থাকবেন?

সেন্টমার্টিনকে প্রবাল দ্বীপ বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা হোটেলের দ্বীপ। প্রচুর হোটেল,রেস্টহাউজ আর রিসোর্ট পাবেন। ভাড়া নানা রেঞ্জের। অফ সিজনে (মার্চ-সেপ্টেম্বর) গেলে ভাড়া প্রায় অর্ধেকে নেমে আসবে। হোটেল পছন্দ না হলে থাকতে পারেন ইকো রিসোর্টে। সেন্টমার্টিনের একেবারে দক্ষিণে অবস্থিত এই ইকো রিসোর্ট হলো বাংলাদেশের লোকবসতির সর্বশেষ সীমানা।

কি খাবেন?

যা আপনার খুশি! তবে মনে করে অবশ্যই চেষ্টা করবেন রূপচাঁদা ফ্রাই এবং কোরাল মাছের দোঁপেয়াজা। আর নারিকেল জিঞ্জিরায় গিয়ে ডাব খাওয়ার কথা নিশ্চয়ই মনে করিয়ে দিতে হবে না, তাই না?

কি দেখবেন?

আগে থেকে প্ল্যান করে পূর্ণিমাতে গেলে দেখতে পাবেন চাঁদ আর জ্যোৎস্নার অপরূপ যুগলবন্দি। সেন্টমার্টিনের দক্ষিণে রয়েছে লোকবসতিহীন ছেঁড়া দ্বীপ যেটা বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ সীমানা। ঘুরে আসতে পারেন সেখানেও। এছাড়াও টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন সমুদ্র যাত্রা এবং টেকনাফ ঘুরে দেখার সুযোগতো থাকছেই। চাইলে টেকনাফ থেকে কক্সবাজারটাও একটু ঢুঁ মেরে আসতে পারেন।

টিপস-

সেন্টমার্টিনে দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত চলে রমরমা ব্যবসা। দুপুরে দ্বীপে জাহাজগুলো ভেড়ামাত্রই সবকিছুর দাম বেড়ে যায় কয়েকগুণ। যে ভ্যান আপনি দুপুরে ভাড়া করবেন ২০০ টাকায়, বিকালে জাহাজ চলে যাওয়া মাত্র সেই ভ্যানের ভাড়া হবে ৫০ টাকা। একই কথা হোটেল এবং দোকানগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেহেতু সেন্টমার্টিনে আসা পর্যটকদের অধিকাংশই সকালের জাহাজে এসে বিকালে চলে যায় তাই এসময় সবকিছুর দাম থাকে অস্বাভাবিক বেশি। জাহাজ চলে যাওয়ার পর সবকিছু আবার স্বাভাবিক।

■ *লেখক : এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

আমাদের এবারের সাক্ষাৎকার পর্বে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক মনোজ কুমার বিশ্বাস। এ সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত গ্রিন ব্যাংকিং ও সিএসআর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোকপাত করেছেন।

গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রমে বিশেষ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর 'গ্রিন গভর্নর' পদবিতে ভূষিত হয়েছেন। গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে পরিচালিত বর্তমান গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম বিষয়ে বলুন।

গ্রিন গভর্নর পদবির স্বীকৃতি শুধুমাত্র গভর্নরের নয়, এ পদবির অংশীদার আমরাও। জলবায়ু ও পরিবেশ বিপর্যয়সংকুল দেশ বাংলাদেশ। এ লক্ষ্যে বিগত বেশ কয়েকবছর ধরেই বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রিন ব্যাংকিং বা পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নিয়ে কাজ করে চলেছে। পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিতরণকৃত বার্ষিক ফান্ডেড ঋণের ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বর্তমানে তাদের মোট ফান্ডেড ঋণের যথাক্রমে ৫% ও ৪% পরিবেশবান্ধব খাতে প্রদান করতে হবে।

এরই পাশাপাশি দেশে সৌরশক্তির ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ঘাটতি মোকাবেলা এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও পরিবেশবান্ধব অর্থায়নযোগ্য খাত' নামে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল চালু করেছে। এ তহবিলের আওতায় জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ২০টি ব্যাংক এবং একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এ খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে ১৮৭ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়।

এছাড়া, পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক পদ্ধতিতে এনার্জি ইফিসিয়েন্ট ইট-ভাটায় বিনিয়োগের জন্য এডিবি'র Financing Brick Kiln Efficiency Improvement Project এর আওতায় ৫০ মিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল রয়েছে।

গ্রিন ব্যাংকিং বিষয়ে সমগ্র আর্থিক খাতের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরে গ্রিন ব্যাংকিং বিষয়ে কোনো কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা আছে কি?

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যপরিবেশ এবং অবকাঠামোগত পরিবেশকে গ্রিন করার জন্য নীতিমালা প্রণয়নের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই নীতিমালা এ বিভাগ কর্তৃক সফলভাবে বাস্তবায়নের পর ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে সমগ্র ব্যাংকের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। প্রণীতব্য নীতিমালার মধ্যে বিদ্যুতের অপচয় রোধ, কাগজের ব্যবহার সীমিতকরণ, টবে গাছ লাগানো ইত্যাদিসহ সকল প্রাসঙ্গিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল' এর বিষয়ে কিছু বলুন।

বাংলাদেশ ব্যাংক সিএসআর বিষয়ক কার্যক্রমকে শুধুমাত্র ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান না হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক সমাজের প্রতি অনুভব করে দায়বদ্ধতা। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি বছরের মুনাফা হতে বার্ষিক ভিত্তিতে বরাদ্দকৃত পাঁচ কোটি টাকা 'দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অগ্রাধিকারমূলক সামাজিক দায়বদ্ধতা' সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহে ব্যয় করার

মহাব্যবস্থাপক মনোজ কুমার বিশ্বাস

সিদ্ধান্ত রয়েছে।

'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল' থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের সময় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও নারীর ক্ষমতায়ন খাতকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়া হয়। উল্লেখ্য, এ তহবিল থেকে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েই আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়। সম্প্রতি পরিচালক পর্ষদের ৩৬০তম সভায় এই তহবিলের পরিমাণ পাঁচ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০ কোটি টাকা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সম্প্রতি সিএসআর বিষয়ে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে বলুন।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সর্বপ্রথম ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সার্কুলার জারির মাধ্যমে সিএসআর কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে। সমাজের সকল মানুষের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে, মানবিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক খাতের মূল কার্যক্রমের সাথে সিএসআরকে সম্পৃক্ত করাই ছিল এই সার্কুলার জারির মূল উদ্দেশ্য। সিএসআর কার্যক্রমের ক্রমবর্ধমান ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য সর্বশেষ ২০১৪ সালের ২২ ডিসেম্বর এ বিভাগ 'Indicative guidelines for CSR expenditure allocation and end use oversight' প্রকাশ করেছে। নীতিমালা অনুযায়ী সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তাদের মোট সিএসআর ব্যয়ের ৩০ শতাংশ সুবিধাবঞ্চিত

জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণে, ২০ শতাংশ সুবিধাবঞ্চিত জনগণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদানে এবং অবশিষ্ট অর্থ অন্যান্য খাতে ব্যয় করতে হবে।

এছাড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আকস্মিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের বাংলাদেশ ব্যাংক তার সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় যথাসাধ্য সহায়তা প্রদান করে। সম্প্রতি বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ এর সাভারের কাঠগড়া বাজার শাখায় ঘটে যাওয়া ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় নিহত আটজনের প্রত্যেক পরিবারকে এক লক্ষ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও সম্প্রতি নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনাসহ সার্বিক অবকাঠামোর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুসারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কম্বল ও ত্রিপল সংগ্রহ করে নেপালের কাঁকড়ভিটা স্থলবন্দরে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজ উদ্যোগে পৌঁছে দিয়েছে। নেপালের রাজদূতাবাস ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে অর্থ সহায়তা প্রদানের জন্য একটি বিশেষ অ্যাকাউন্ট খুলেছিল। নেপাল দূতাবাসের অনুরোধে সাড়া দিয়ে ব্যাংকসমূহের কাছ থেকে অর্থ সহায়তার চেক সংগ্রহ করে আনুষ্ঠানিকভাবে নেপালের রাষ্ট্রদূতের নিকট তা হস্তান্তর করা হয়েছে।

২০১৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক তার ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন প্রক্রিয়ার আওতাধীন মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য 'Alliance for Financial Inclusion (AFI) Policy Award' লাভ করেছে। দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য গৃহীত এই ব্যবস্থায় গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের ভূমিকা কি?

কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে দেশকে এগিয়ে নেয়ার পথে গণমানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত এবং আর্থিক সেবাবহির্ভূত গোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য এ বিভাগ বিভিন্ন সময়ে সার্কুলার জারি করে ন্যূনতম ১০ (দশ) টাকা জমাকরণের মাধ্যমে কৃষক, তাঁতি, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী ক্ষুদ্র কারখানার কারিগর, তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক, পথশিশু, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের জন্য ব্যাংকে হিসাব খোলার ব্যবস্থা করেছে। ছয় থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব। এই সকল হিসাবে সর্বোচ্চ সুদ প্রদানের এবং চার্জ আরোপ না করার জন্য ব্যাংকগুলোকে ইতোমধ্যেই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এই হিসাবগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের সংখ্যাই প্রায় নয় লাখ এবং জমার পরিমাণ ৮২৫ কোটি টাকা।

সকল প্রবাসী এবং অনিবাসী বাংলাদেশি বন্ধুদের আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এনআরবি ডাটাবেজ নামে একটি ওয়েবলিঙ্ক তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনিবাসী, প্রবাসী ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণকে উদ্বুদ্ধ করতে ২০১৪ সালে সর্বপ্রথম ২০ জন রেমিটার এবং পাঁচজন বন্ডে বিনিয়োগকারীকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিটেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৩' প্রদান করা হয়। এবছর আরও বৃহৎ পরিসরে অ্যাওয়ার্ড প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং প্রতি বছর এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

সমাজের ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে পূর্ণ সেবা এবং বর্তমান গ্রাহকদের অধিকতর সহজ উপায়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবর্তন করা হয়েছে এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থা। বর্তমানে ব্যাংক এশিয়া ও ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ এর ৪৯ জন এজেন্ট এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং আরও ১০০ জন এজেন্ট কর্তৃক এর কার্যক্রম শুরুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এরই পাশাপাশি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য প্রণীত ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বর্তমান অবস্থা আমাদের জানাবেন কি?

প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষকসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী এবং প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডকে বিস্তৃত করার জন্য সহজতর শর্তে ও স্বল্পতর সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব উৎস থেকে ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যে সকল সদস্য ব্যাংকসমূহে ১০ টাকার হিসাবের আওতায় আসেনি, তাদের ১০ টাকার হিসাব খুলে এই ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আনার নির্দেশনা রয়েছে। এই ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ১০ টাকার হিসাবগুলো সচল রাখা সম্ভব হবে এবং একইসাথে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অধিকতর গতিশীল করা যাবে।

ইতোমধ্যে ৩১টি ব্যাংক ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের ১৩৭.৫০ কোটি টাকা ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। মে, ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণপূর্বক পুনঃঅর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় তিন কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট টাকার পুনঃঅর্থায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের প্রসারে ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বরোপ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিভাগ কর্তৃক কি কি কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে?

দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতাভুক্ত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি কর্মসূচিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক বিষয়ে জানার সুপ্ত চাহিদাকে জাগিয়ে তোলে, আর্থিক চাহিদা ও আর্থিক পরিকল্পনা বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে এবং জনসাধারণকে করে তোলে ব্যাংকমুখী। ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি প্রসারে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইউকেএইড-এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বপ্রথম সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯ মে ২০১৩ তারিখে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংকে 'ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পেইন' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সে সময় ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে একটি বিশেষ লিঙ্ক সংযোজন করা হয়। সহজ ভাষায় ব্যাংকিং বিষয়ের ওপর নানান ফিচার, গল্প ও ভিডিও গেমস দিয়ে সাইটটি সাজানো আছে যাতে ছোট-বড় সব বয়সী মানুষ এটি ভিজিট করে খুব সহজেই এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে পারেন। এর পাশাপাশি টেলিভিশনে ও রেডিওতে ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিষয়ক বিজ্ঞাপন দেয়াসহ সচেতনতামূলক পোস্টার ও স্টিকার বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়েছে।

বর্তমানে এ বিভাগ হতে স্কুলের শিশুদের মধ্যে ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসির ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে দেশব্যাপী স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ঢাকাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাতটি শাখা অফিসে স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কনফারেন্সগুলোতে ৩৬৪টি স্কুলের ২৭৯৩ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

পথশিশুদের মধ্যে ব্যাংকে হিসাব খোলার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যও সেভ দ্য চিলড্রেন, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যৌথভাবে চলমান রয়েছে বেশ কিছু কার্যক্রম।

ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি ধারণা প্রসারে এ বছর বিভাগ থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর মধ্যে ওয়েবসাইটি অধিকতর সমৃদ্ধকরণ, ব্যাংকগুলোর জন্য লিটারেসি বিষয়ে একটি গাইডলাইন প্রস্তুত, টাকা জাদুঘরে ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি কর্নার স্থাপন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া স্কুলের শিশু ও পথশিশুদের পাশাপাশি আর্থিক সেবাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর (vulnerable adults) জন্যও ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্পেইনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

ছুটি

মোঃ ফয়সাল খন্দকার

স্যার, সব কাজ শেষ। এবার তাহলে আমি আসি স্যার?

মনির সাহেব অবাক হয়ে তাঁর সামনে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালেন। ছেলেটি এ মাসের এক তারিখে ব্রাঞ্চে এমটিও হিসেবে জয়েন করেছে। আজ মাসের ২৪ তারিখ। বসের চাওয়া-পাওয়া বোঝার জন্য ২৪টা দিন কি যথেষ্ট নয় ! মাত্র সন্ধ্যা ছয়টা। সে কিভাবে আশা করে যে, দুম করে কাজ শেষ বলেই চলে যাবে! ব্যাংকের কাজের কি কোনো শেষ আছে! মনির সাহেব যথেষ্ট বিরক্ত হলেও আচরণে তা প্রকাশ করলেন না। অধস্তনদের সাথে ধমকাধমকি করে কাজ আদায় করা ঠিক না। তাদের সাথে এমনভাবে মিশে যেতে হবে যাতে কোনো কথাতেই না বলতে না পারে। এসব অবশ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি শিখেছেন। তাঁর নিজের চাকরির প্রথমদিন ম্যানেজার তাঁকে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন- মনির শোনো, ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা তোমাকে প্রথম দিনেই শিখিয়ে দিচ্ছি। আমার এই বিষয়টি বুঝতে কত সময় লেগেছিল জানো? উত্তরের অপেক্ষা না করে সাথে সাথে নিজেই বললেন, মিনিমাম দুই বছর! তখন সময়টাই ছিল ভয়ের। শিখিয়ে ফেললে হয়তো তাকে আর কেউ গুনবে না। বলেই হো হো করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। সে হাসি আর থামেই না। অনেকক্ষণ হাসার পরে যে মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি শিখিয়েছিলেন সেটি হলো, হলুদ ভাউচার যত দেখবে সব ডেবিট আর নীল ভাউচার সব ক্রেডিট। মনির বিনীত গলায় কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কেন স্যার? আর তাতেই ম্যানেজার চটে উঠেছিলেন। একরাশ বিরক্তি নিয়ে ধমকে বলেছিলেন, কেন সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে? পড়াশুনা না করে আপনারা চাকরি করতে আসেন কেন? যান তো, কাজ করতে করতে শিখবেন! মনির সাহেব তাঁর সেই ম্যানেজারের মতো হতে চান নি। অসম্ভব রাগ বা বিরক্তি নিয়েও তিনি সবার সাথে মধুর ব্যবহার করা আয়ত্ত করেছেন। এই যেমন এখনই তিনি রাগ নিয়েও ছেলেটির সাথে খোশগল্প করবেন।

তিনি নতুন ছেলেটির দিকে ভালোভাবে তাকালেন। চেহারার মধ্যে পুরুষালি ভাব এখনো আসেনি। কেমন মায়া মায়া দুটো চোখ। বয়সও নিতান্তই কম। কত আর হবে? এই ২৪ কি ২৫! এই ছেলের মধ্যে প্রফেশনাল ভাব আসতে বেশ সময় লাগবে।

সোহেল।

জ্বী স্যার!

বসুন। সোহেল অনিচ্ছাসত্ত্বেও ম্যানেজার স্যারের সামনের চেয়ারটাতে বসল।

আপনার ডেট অব বার্থ কবে?

সোহেল ভেবে পেল না যাবার সময় বসিয়ে রেখে এই প্রশ্ন করার মানে কি! এই তথ্যসহ অনেক কাগজ ফাইলে জমা আছে। পিসিতে সার্চ দিলে মুহূর্তেই পেয়ে যাবে। কোনো মানে হয়! তবুও ক্ষোভ চেপে রেখে হাসিমুখে বলল, স্যার ছাব্বিশের কাছাকাছি হবে হয়তো। মনির সাহেব চোখ সরু করে বললেন, সার্টিফিকেট না, রিয়েলটা জানতে চাচ্ছি। সোহেল কষ্ট করে হাসি ধরে রেখে বলল, স্যার, আমার জন্ম যেহেতু একবার হয়েছে তারিখও তো স্যার একটাই হবে তাই না। মনির সাহেব কাটা কাটা উত্তর শুনে একটু আশাহত হলেন বলে মনে হলো। প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, আপনারা তো ভার্সিটি পাশ করা ছেলেপুলে। গায়ে ইয়াং রক্ত, আপনাদের দেখলেই ভালো লাগে। সোহেল মনে মনে বলল, চোপ শালা! তোর ভালো লাগার আমি গুল্লি মারি। তোরে ইয়াং রক্ত দেখানোর জন্য আমি চাকরি নিয়েছি নাকি। কাজ শেষ চলে যাব। এত পিরিতের আলাপের তো দরকার নাই। শারমিনের সাথে এক সপ্তাহ পর আজ ক্যাম্পাসে দেখা করতে যাব। তুই বিদায় দিস না ক্যান? কিন্তু মনের কথা মনেই থাকে। বাহিরে বাহিরে হাসিমুখে গল্প করতে লাগল। ম্যানেজার এবার

বললেন, আপনার ইন্টারমিডিয়েট যেন কত সালে?

স্যার ২০০৩ এ।

হুম, আজকাল ছেলেমেয়েরা বেশ অল্প বয়সেই চাকরি পেয়ে যাচ্ছে। ভালো ভালো।

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললেন। দেশ তাহলে এগিয়ে যাচ্ছে, কি বলেন ?

ব্রাঞ্চের ক্রেডিট ইন-চার্জ আনিস ভাই প্রথম দিনেই বলেছিলেন, কাজ তাড়াতাড়ি করে কোনো লাভ নাই ভাইয়া। রাত নয়টার আগে বেরোতে পারবে না। সোহেল অবাক হয়ে বলেছিল, মানে কি! রাত নয়টা পর্যন্ত অফিসে থাকতে হবে!

অফ কোর্স।

এত রাত পর্যন্ত এখানে বসে করবটা কী?

অফিসের টেলিফোন আছে। ইচ্ছামতো ফোনে কথা বলতে পার। চা খেতে চাইলে তাও পাবে। চাইলে কিচেনে গিয়ে সিগারেট টেনেও টাইম পাস করতে পার। নয়টা কোনো বিষয়ই না। বেশি কষ্ট হলে টেবিলে বা সোফায় একটা ঘুমও দিতে পার। হা হা হা-

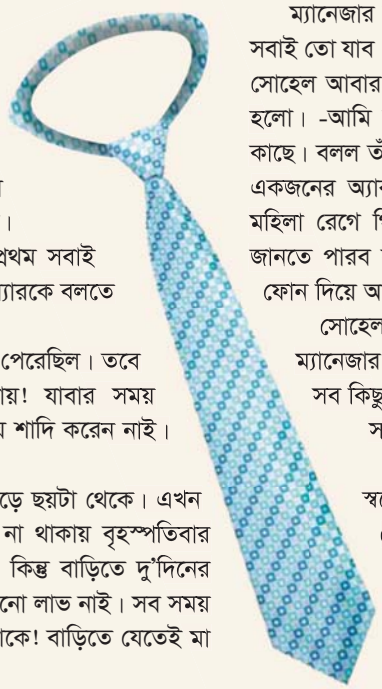

কাজ শেষ করে ম্যানেজার স্যারকে বলে চলে যাব। রাত জেগে এই চাকরি আমি করতে পারব না।

আনিস ভাই হাসতে হাসতে বললেন, প্রথম প্রথম সবাই একথা বলে ভাই। কিন্তু চাকরি আর ছাড়া হয় না। স্যারকে বলতে গেলেই বুঝবা।

সোহেল ম্যানেজারকে বলে সত্যিই চলে যেতে পেরেছিল। তবে সেটা সন্ধ্যা ছয়টায় অনুমতি চেয়ে রাত আটটায়! যাবার সময় ম্যানেজারকে আবার বলতে শুনল, একা মানুষ বিয়ে শাদি করেন নাই। এত তাড়াতাড়ি গিয়ে কি করবেন কে জানে!

শারমিন টিএসসিতে বসে আছে সেই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে। এখন বাজে আটটা। রবি সোম কোনো ইম্পর্টেন্ট ক্লাস না থাকায় বৃহস্পতিবার সকালে ক্লাস করেই দেশের বাড়ি চলে গিয়েছিল। কিন্তু বাড়িতে দু'দিনের বেশি ভালো লাগেনি। সোহেলকে ফোন দিয়েও কোনো লাভ নাই। সব সময় তাঁর সামনে নাকি ম্যানেজার নইলে ক্লায়েন্ট বসে থাকে! বাড়িতে যেতেই মা এসে বললেন, কাল সন্ধ্যায় বাসায় থাকিস তো।

কেন মা?

কেন আবার কি? সন্ধ্যার সময় বাইরে থাকা কি ভালো? যা দিনকাল পড়েছে! বলে মা তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন।

ঘটনা জানা গেল রাতে। শারমিনের ছোট ভাই তানু এবার ক্লাস ফোরে উঠেছে। সে রাতে খাবার টেবিলে হঠাৎ বলে বসল, আম্মু, আপু কি কাল বউ সাজবে? কথাটা শোনার সাথে সাথেই শারমিনের চোখে পানি চলে এল। চোখের পানি গোপন করার জন্য সে খাওয়া রেখেই উঠে গেল। যাওয়ার সময় শুনল তানুর গালে ঠাস করে একটা চড় পড়ার শব্দ। মায়েরা এত নিষ্ঠুর হয় কিভাবে!

ভাবনা থেকে বাস্তবে ফিরে এসে হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল শারমিন। আটটা পেরিয়ে গেছে কখন! এখন বাজে সাড়ে আটটা। সোহেল ফোন ধরছে না। ছোট্ট একটা মেসেজ পাঠিয়েছে, মহা ঝামেলায় পড়েছি। জাস্ট আর একটু ওয়েট করো। সরি ফর লেট। শারমিনের খুব খারাপ লাগল। আহা! বেচারা মাত্র চাকরিতে ঢুকেছে। সারাদিন কত ঝামেলায় থাকে। দুপুরে নাকি ঠিকমত খাওয়ার সময়ও পায় না। এরপরে আবার এই টেনশনে রাখা। শারমিন একটা বড় করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

ম্যানেজার সাহেব আজ কাজ শেষে কি গল্প করবেন তা নিয়ে একটু চিন্তিত। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, তিনি একই গল্প বারবার করছেন। বাসায় তাঁর কোনো কাজ নেই। কি হবে বাসায় গিয়ে! বৌ ছেলেমেয়ে সবাই থাকে খুলনায়। তিন-চার বছর পরপর বদলি করলে নিশ্চয়ই ছেলেমেয়ের স্কুল কলেজ রেখে তাঁদের বগলদাবা করে ঘোরা যায় না। ম্যানেজমেন্টকে এই বিষয়টা বোঝাবে কে। রাত নয়টা, ম্যানেজার স্যারের রুমের মধ্যে বিদায় প্রত্যাশী হয়ে ব্রাঞ্চের সবাই দাঁড়িয়ে আছে। অথচ সবার চোখে মুখে এমন ভাব যেন প্রচণ্ড মজার এক গল্প করা হচ্ছে। ব্যতিক্রম শুধু একজন, তাঁর মাথায় অন্য চিন্তা। দীর্ঘ এক সপ্তাহ পরে শারমিনকে দেখবে আজ। ও নাকি জরুরি কি একটা কথা বলবে। প্যান্টের পকেটে মোবাইলটা কেঁপে উঠল। বের করে দেখল শারমিন মেসেজ দিয়েছে। লিখেছে, তুমি সাবধানে আসো। আমি সারাজীবনও তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারব। সোহেলের ঠোঁটের কোণে এক টুকরো তৃপ্তির হাসি খেলে গেল। তাই বলে রাতের বেলা একটা মেয়ে কতক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে! সোহেল ঘড়ি দেখল। এখন বের হলেও মোহাম্মদপুর থেকে টিএসসি যেতে মিনিমাম ৪৫ মিনিট লাগবে। সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

স্যার, যাই তাহলে।

ম্যানেজার সাথে সাথে ব্যস্ত হয়ে বললেন, আরে যাই মানে কি! আমরা সবাই তো যাব। একসাথেই সবাই নামি। মাত্র দুইটা মিনিটেরই তো ব্যাপার। সোহেল আবার বসে পড়ল। মনির সাহেবের গল্প এবার নতুন উদ্যমে শুরু হলো। -আমি তখন কুমিল্লা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার। এক মহিলা এল আমার কাছে। বলল তাঁর স্বামীর অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সটা দেখে দিতে। আমি বললাম, একজনের অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স তো অন্যজনকে বলার নিয়ম নেই আপা। মহিলা রেগে গিয়ে বলল, আমার স্বামী কোথায় কত টাকা রাখছে আমি জানতে পারব না? আমি তখন বললাম, "আপনি শান্ত হয়ে বসুন। আমি ফোন দিয়ে আপনার হাজবেন্ডের সাথে একটু কথা বলে নিই...

সোহেল আবারো ঘড়ি দেখল। নয়টা পনের পেরিয়ে যাচ্ছে। ম্যানেজার কি ইচ্ছা করেই আজ বেশি দেরি করছে? নাহ্, আর সম্ভব না। সব কিছুর একটা লিমিট আছে। সোহেল উঠে দাঁড়াল।

স্যার গেলাম। বলেই দরজার দিকে পা বাড়াল।

গল্প করার মধ্যে বাধা পড়ায় এবারে ম্যানেজার একটু রুক্ষ স্বরে বললেন, আরে ভাই আপনাকে না বললাম সবাই একসাথে বেরোব! এত যাই যাই করেন কেন, এসিআর দেয়ার সময় হলে তো ঠিকই সারারাত বসে থাকবেন!

সোহেল দরজায় পা রেখেও কি মনে করে আবার ঘুরে দাঁড়াল। ম্যানেজারের চোখে রেখে খুবই শান্ত গলায় বলল, স্যার, এসিআর দেয়ার সময় হলেই যে শুধু সারারাত বসে থাকব এই কথাটা কিন্তু ঠিক না। আমি ছয়টায় কাজ শেষ করে আপনার কাছে ছুটি চাইতে এসেছি। এখন বাজে নয়টা। টানা তিন ঘণ্টা তো আমি শুধু শুধু বসে ছিলাম না, তাই না? ম্যানেজার সাহেব নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। লাজুক ছেলেটার ভেতরে তো ভালোই তেজ আছে। তিনি একটু ভয়ও পেলেন। জয়েন করার এক মাসের মধ্যে ম্যানেজারের মুখের উপর কথা বলা সাধারণ ছেলের কাজ নয়। কে জানে ভার্সিটিতে পলিটিক্স করত কিনা। এই ছেলেকে ব্রাঞ্চে রাখলে তাঁর কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরাতে হবে। নরম গলায় বললেন, "আরে এত রাগ করার কি আছে? আপনার কাজ আছে বললেই তো ছেড়ে দিতাম। সমস্যা তো মানুষের থাকতেই পারে। যান যান, চলে যান।

সোহেল আর কথা বাড়াল না । আসি স্যার, স্লামালিকুম' বলে দ্রুত পায়ে বের হয়ে এল। তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় তাঁর একটা কথাই শুধু মনে হলো। এই চাকরি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছাড়তে হবে। এখানে থাকলে চাকরিটাকেই পুরো জীবন ভেবে রাত নয়টার পরও বসে থাকতে হবে। অথচ চাকরিটা জীবনের জন্য, জীবন তো চাকরির জন্য নয়। সোহেল পকেটে হাত দিয়ে মোবাইলটা বের করল। শারমিনকে একটা ফোন দিতে হবে। বেচারি আজই বাড়ি থেকে ফিরে আবার টিএসসিতে এসে একা একা বসে আছে। মেয়েরা পারেও!

■ *লেখক : এডি, বিবিটিএ*

ঘাসফুল-বনফুল ফোটালো সবাই

জয়ন্ত কুমার দেব

গ্রাম ছিল, শহর ছিল, আমারও দেশ ছিল,
জনে জনে জাগালো শহর, মনে মনে ভাবালো গ্রাম-নগর
তরুণেরা মেতেছে আজ সত্যের সন্ধানে,
অগ্রজ স্বদেশ- বিপ্লবীদের ঋণ, আজ আমাদের চোখে,
চোখে চোখ রাখা তরুণেরা, দীপ্ত শপথের যোদ্ধারা
ফোটালো নতুন স্বপ্নফুল, ভুল নয় ভেবে
জনতা কাছে এসে ঘাসফুল-বনফুল ফোটালো সবাই;
এই স্বদেশ একদিন সত্য ভাবনায় জেগেছিল
এই স্বদেশ একদিন ভাষা- সত্য যুদ্ধে ছিল
এই স্বদেশ ছিল গর্বিত বাঙালির অহংকারের একাত্তর
এই স্বদেশ আজ সত্যের বাংলা,
অতীত যোদ্ধারা ছিল স্বপ্নময়;
প্রজন্ম'র জাগানো দীপশিখা মঙ্গলবার্তায় দীপ্তজয়।

কবি পরিচিতি: ডিডি, বগুড়া অফিস

আমায় ক্ষমা করো বাংলাদেশ

এন. এ. এম. সারওয়ারে আখতার

তোমার শ্যামল চাদরে,
প্রহরী প্রাণের অগোচরে,
অনাহূত রক্তের দাগ; ব্যথিত বিবেক পথ হারায়,
কুণ্ঠাভারে ন্যুব্জ হয়, বিশ্বাসের শব্দ হতবাক।
হিসেবের খাতা ছিঁড়েখুঁড়ে যায়-
ভয়ে শঙ্কিত আহত হৃদয়, তবুও মৌনবাস;
অযাচিত বেলা থমকে দাঁড়ায়-
সংকোচে ধূ ধূ সমুখে তাকায়, স্তব্ধ বারোটি মাস।
মমতা মাখানো তোমার উঠানে-
শোকের অনলে, বিপ্লবী প্রাণে, স্বাধিকার-স্বাধীনতা;
ম্লান হয়ে যায় কলহ বিলাপে,
লোভ-ক্রোধ-মোহে, বেপরোয়া দ্রোহে-
লংঘিত মানবতা। এমন ছিল না স্বপ্ন তোমার,
দেশপ্রেম আজ, নিজে যাযাবর, নেই কি মা, এর শেষ?
সন্তান হয়ে পারিনি শুধাতে,
আহত করেছি ঘাতে-অপঘাতে, দুর্যোগে অনিমেষ।
লজ্জা প্রকাশে- কোন ভাষা নেই,
যেখানে যে থাকি যেমনি ভাবেই,
এতটুকু ফরিয়াদ
কোন্দল ভুলে, ভুলিয়ে বিবাদ
মুছে দিয়ে গ্লানি সব অপবাদ-
ভুল-চুক ভুলে ফের তিলে তিলে
গড়ে দেবো তোর গোলা;
প্রাণের মিছিলে হাতছানি দিয়ে
আবার ভাসাবো ভেলা।
অভিমান ভুলে আরেকটিবার,
এবার-ই না হয় শেষ !
ভুলে যাও ব্যথা, থাক কথকতা
ক্ষমা করো প্রিয় দেশ।

কবি পরিচিতি: এডি, খুলনা অফিস

'সেটেরিস পেরিবাস'

শেখ মুকিতুল ইসলাম

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিকতার অসহ্য নিয়মে ইচ্ছে হয়
ভুলে যাই ভালোবাসতে
চলাচল করি ভালোবাসা আর উপেক্ষার সম-উপযোগ রেখায়
আর দাম দিয়ে কিনি মূল্যহীন সেবা
অর্থনৈতিক মানুষ হতে গিয়ে
নৈতিকতার অর্থ হারিয়ে যায় পুঁজিবাদের অমানবিক অনৈতিকতার মাঝে
কৃত্রিম চাহিদা মেটাতে যোগানের অকৃত্রিম ভালোবাসায়
জন্ম নেয় উচ্চবিত্ত দাম আর নিম্নবিত্ত পণ্য
জোটবেঁধে বেড়ে চলে মুদ্রাস্ফীতি আর বেকারত্ব
পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে তত্ত্ব
বেড়ে চলে তাত্ত্বিকের আনুবীক্ষণিক সচেতনতা
যার শর্তে থাকে 'সেটেরিস পেরিবাস'
পরিবর্তনই যেখানে একমাত্র সত্য সেখানে পরিবর্তনই উপেক্ষিত
যত্রতত্র সর্বত্র
তবু ভালোবেসে যাই বাজারের অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে
ভালোবাসা আর অভালোবাসার সাম্যাবস্থা ভেঙে চলি
অবিরত সচেতনে
সেটেরিস পেরিবাস গেয়ে চলি আনমনে।

কবি পরিচিতি: এডি, এফইআইডি, প্র.কা.

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

'সুধী সমাবেশে কবির উপরে'

'সুধী সমাবেশে কবির উপরে
আজ আলোচনা হবে'
এমন বাক্য লিখছি পড়ছি
বঙ্গভাষীরা সবে।
'নদীর উপরে গবেষণা হয়'
এমন কথাও বলে-
ভাবখানা যেন নদীর বক্ষে
গবেষণাকাজ চলে!
আলোচনা হোক গবেষণা হোক
উপরে হবে না ভাই
'উপরে' না লিখে 'বিষয়ে' লিখবে
সঙ্গত সেইটাই।

[ইংরেজি ভাষায় on একটি preposition। on বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে একটি অর্থ হচ্ছে : physically in contact with and supported by (a surface)। যেমন: a picture on the wall, a book on the table। বাংলায় এই on-এর অর্থ 'উপরে'। on-এর আরেকটি অর্থ having (the thing mentioned) as a topic। যেমন, a discussion on Rabindranath। ইংরেজির মতো বাংলায়ও এই on-এর অর্থ 'সম্পর্কে' বা 'বিষয়ে'। কিন্তু প্রথমোক্ত on-এর প্রভাবে আমরা a discussion on Rabindranath -এর বাংলা করছি 'রবীন্দ্রনাথের উপরে আলোচনা'। এটি একেবারেই অসঙ্গত। লিখতে হবে 'রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আলোচনা' বা 'রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা'। এরকম বাক্যও লেখা হয়, 'তিনি নদীর উপর গবেষণা করছেন।' শুদ্ধ বাক্য হবে : 'তিনি নদী বিষয়ে গবেষণা করছেন।' সেমিনারের আমন্ত্রণপত্রে লেখা হয়, 'একমুখী শিক্ষার উপর আলোচনা হবে।' 'একমুখী শিক্ষার উপর' নয়, লিখতে হবে 'একমুখী শিক্ষা সম্পর্কে'।]

সুদের হার এখনই না বাড়াতে ফেডকে আইএমএফের অনুরোধ

সুদের হার বাড়ানোর জন্য ফেডারেল রিজার্ভকে আগামী বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করার অনুরোধ জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। সংস্থাটি ফেডকে সতর্ক করে জানায়, মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকটির ওপর আস্থা ক্রমেই কমে যাচ্ছে এবং সুদের হার বৃদ্ধির সিদ্ধান্তটি ক্রমাগত অনিশ্চয়তার জন্ম দিচ্ছে। সম্প্রতি চলতি বছরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি নিয়ে নিজেদের পূর্বাভাস আগের ৩.১ শতাংশ থেকে ২.৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছে আইএমএফ। প্রথম প্রান্তিকে মার্কিন অর্থনীতি অপ্রত্যাশিতভাবে সংকুচিত হলেও আইএমএফ মনে করে, প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের গতি বজায় থাকার কারণে বছর শেষে দেশটি ভালো অবস্থানে থাকবে। তবে সংস্থাটি সতর্ক করে জানিয়েছে, এক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো সুদের হার বাড়ানোর জন্য সার্বিক পরিস্থিতি এখনো ফেডের অনুকূলে আসেনি। সংস্থাটি মনে করে, ফেড সুদহার বাড়ালে সারা বিশ্বে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল কী হবে সে বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। ফেডারেল রিজার্ভের সুদহার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। ফেড সুদহার বাড়ালে ডলার অতিমূল্যায়িত হতে পারে। ফলে উদীয়মান অর্থনীতিগুলোর ডলারে রাখা ঋণের পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে। কিছু অর্থনীতিবিদের আশঙ্কা ডলারের দর বৃদ্ধির ধাক্কায় অনেক সংকটাপন্ন দেশ ঋণ খেলাপের প্রান্তে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে আরেকটি অর্থনৈতিক সংকটের সূচনা করতে পারে। উদীয়মান বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো এখন

ক্রিস্টিন লাগার্দে

মূলধনের সম্ভাব্য বিপুল প্রবাহ মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। লাতিন আমেরিকা থেকে পুঁজি সরিয়ে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন সম্পদে অর্থ ঢালতে শুরু করেছেন বিনিয়োগকারীরা। সম্প্রতি ফেডের চেয়ারপারসন জেনেট ইয়েলেনের সঙ্গে দেখা করেন আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টিন লাগার্দে। এ সাক্ষাতের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রানীতিতে আইএমএফ হস্তক্ষেপ করছে কি-না সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি তিনি। তবে লাগার্দে জানান, সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবেলায় বেশ সতর্কভাবে সুদহার বাড়ানোর সিদ্ধান্তটি নিয়ে এগোচ্ছে ফেড এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পথে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন আর্থিক বাজারেও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। লাগার্দে বলেন, 'আমরা মনে করি ২০১৬ সালের শুরুর দিকে সুদের হার বাড়ালেই তা ভালো সিদ্ধান্ত হবে'।

ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে ইউরো অঞ্চলের অর্থনীতি

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে ইউরো অঞ্চলের অর্থনীতি। সম্প্রতি ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক (ইসিবি) ২০১৬ ও ২০১৭ সালের জন্য মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়েছে। ব্যাংকটির পূর্বাভাস অনুযায়ী চলতি বছর মূল্যস্ফীতি দাঁড়াবে দশমিক তিন শতাংশ এবং ২০১৬ ও ২০১৭ সালে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে এক দশমিক পাঁচ ও এক দশমিক আট শতাংশে। ২০১৬ সালে প্রবৃদ্ধিও বেশ খানিকটা বেড়ে এক দশমিক নয় শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে ব্যাংকটির পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। তবে ২০১৭ সালে প্রবৃদ্ধি খুব একটা বাড়বে না। এ সময় ইউরো অঞ্চলে প্রবৃদ্ধি ২০১৬ সালের এক দশমিক নয় শতাংশ থেকে সামান্য বেড়ে দুই শতাংশে উন্নীত হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক ভবন

এদিকে ইউরো অঞ্চলের বেকারত্বের হার মার্চের ১১ দশমিক দুই শতাংশ থেকে কিছুটা কমে এপ্রিলে দাঁড়িয়েছে ১১ দশমিক এক শতাংশে। বেকার লোকের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৭ দশমিক ৮৫ মিলিয়নে। এ সময় কাজ পেয়েছে প্রায় তিন লাখ লোক। এপ্রিলে রিটেইল বিক্রি বেড়েছে দশমিক দশমিক শতাংশ। এ প্রেক্ষিতে সুদহার দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সম্প্রতি ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত ব্যাংকটির গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে। গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে এ হার বজায় রয়েছে। পাশাপাশি ব্যাংকটি কোয়ান্টিটেটিভ ইজিং কর্মসূচিতে পরিবর্তন আনা থেকে বিরত থাকে। ইসিবি যে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেবে, তা আগে থেকেই ধারণা করেছিলেন বেশিরভাগ বিশ্লেষকরা। বৈঠক পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে ইসিবি প্রেসিডেন্ট মারিও দ্রাঘি ইউরো অঞ্চলের মূল্যস্ফীতি ও প্রবৃদ্ধি নিয়ে ব্যাংকটির পূর্বাভাস তুলে ধরেন।

বিট কয়েন ইনডেক্স চালু করবে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ

নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ (NYSE) প্রথম বিনিময়-নির্ভর বিট কয়েন ইনডেক্স হিসেবে এনওয়াইএসই বিট কয়েন ইনডেক্স (NYXBT) চালু করার ঘোষণা দিয়েছে। নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ নির্ধারিত বিটকয়েন বিনিময়ের ফলে সংগঠিত লেনদেনের ওপর ভিত্তি করে বিটকয়েনের ডলার মূল্য নির্ধারণ করা হবে। ইনডেক্সটি প্রতিদিন লন্ডন সময় বিকাল চারটায় হিসাব করে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা হবে। নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ (NYSE) গ্রুপের প্রেসিডেন্ট থমাস ফারলির বক্তব্য অনুযায়ী, বিটকয়েনভিত্তিক ইনডেক্সটি নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক নিকট ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য আরও অনেকগুলো ইনডেক্সের প্রথম পদক্ষেপ। নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ বিটকয়েন ইনডেক্স হিসাবের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক শীর্ষ বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠান কয়েনবেইজ এক্সচেঞ্জ হতে বিটকয়েন লেনদেনের তথ্য সংগ্রহ করবে। ২০১৫ সালের শুরুর দিকে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ কয়েনবেইজ নামক শীর্ষস্থানীয় বিটকয়েন ওয়ালেট ও ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে মাইনরিটি ইনভেস্টমেন্ট করে। উল্লেখ্য, কয়েনবেইজের ২.৮ মিলিয়ন ভোক্তা ওয়ালেট, ৩৯০০০ জন ব্যবসায়ী এবং ৭০০০ জন ডেভেলপার রয়েছে।

■ *গ্রন্থনা : আনোয়ার উল্যাহ্, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী লেখকসহ (সর্বডানে) বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ

কম্বোডিয়ায় অনন্য প্রশিক্ষণ

মোঃ শহিদুল হক

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এ দরপত্র এবং প্রকিউরমেন্ট সংশ্লিষ্ট কাজ করার সুবাদে সম্প্রতি যুদ্ধ ইতিহাসের দেশ কম্বোডিয়ায় প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়ার সুযোগ হয় আমার। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সেন্টার অব কম্বোডিয়া (পিএমসিসি) কর্তৃক কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে 'প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কনট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক প্রশিক্ষণটির আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগে প্রকিউরমেন্ট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশিক্ষণ। ৬ থেকে ১০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত আয়োজিত এ প্রশিক্ষণটি দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে অত্যন্ত সহায়ক বলে মনে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন বিভাগের আমরা মোট ১৭ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি। আমাদের টিমলিডার ছিলেন এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ডিজিএম মোঃ জাহাঙ্গীর আলম। কম্বোডিয়ায় আমাদের ট্রেনিং ফ্যাসিলিটেটর ছিলেন প্যাট থমাস। একজন হাসিখুশি মানুষ। পুরো সময়টাতে বিভিন্ন সেশনে তিনিই আমাদের সঙ্গে প্রকিউরমেন্টের নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

নমপেনের রয়্যাল প্যালেস পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ

এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল মূলত প্রাতিষ্ঠানিক প্রকিউরমেন্টের ধারণা, ক্রয় ব্যবস্থাপনা, যোগান নির্বাচন ব্যবস্থাপনা, পণ্য ক্রয়, টেন্ডার, টেন্ডার নেগোসিয়েশন, গুদাম বা মজুদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয়া। এখানে যে বিষয়গুলোতে আলোকপাত করা হয় সেগুলো হলো - প্রাতিষ্ঠানিক ক্রয় এবং বিভিন্ন ধরনের ক্রয় প্রক্রিয়া, উপযুক্ত সরবরাহকারী নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা নির্ধারকসমূহ, উপযুক্ত পণ্য নির্বাচনে সরবরাহকারীদের তালিকা ব্যবস্থাপনা, প্রতিষ্ঠানের প্রকিউরমেন্টের দক্ষতার সুফল, কন্ট্রাক্ট/নেগোসিয়েশন দক্ষতা, মজুদ ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণে শুধু প্রকিউরমেন্টই নয় বিরোধ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। একটি প্রতিষ্ঠানে প্রকিউরমেন্টের ক্ষেত্রে বিরোধের সৃষ্টি হতে পারে বা একক সিদ্ধান্ত না নিয়ে একটি কমিটি বা সাব কমিটিতে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতার প্রয়োজন হয়। এ জাতীয় বিরোধ ব্যবস্থাপনার ওপর বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিরোধ ব্যবস্থাপনার আলোচ্য বিষয়গুলো হলো- প্রকিউরমেন্টের বিরোধ ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত হিসেবে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উপযুক্ত সমস্যা সমাধানকারী নির্বাচন, দক্ষতা ও উপযুক্ততা নিশ্চিত করতে যে কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব থেকে বিরত থাকার কৌশল, দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে সরবরাহকারী ও প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের বিশ্বাস অর্জন, প্রকিউরমেন্টের সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন ধরনের বিরোধ সম্পর্কে জানা ও তা সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

এছাড়াও প্রশিক্ষণে সঠিকভাবে স্বল্পতম সময় ও নির্ধারিত বাজেটে সবচেয়ে ভালো পণ্যটি ক্রয় করার ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে তা কাটিয়ে ওঠার সবধরনের কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয় যা বাস্তবসম্মত ও গ্রহণযোগ্য। এছাড়া প্রকিউরমেন্টের ধারণা, ক্রয় প্রক্রিয়া ইত্যাদির পাশাপাশি নানান ধরনের উন্নয়নশীল খাত, পাবলিক খাত, প্রাইভেট বা ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের একাডেমিক ও প্রফেশনালদের কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়। এতে সচেতনতা ও জ্ঞান বাড়ার পাশাপাশি মেধাচর্চার মাধ্যমে আমাদের দক্ষতার উন্নয়নও ঘটবে বলে আমরা আশা করি।

কম্বোডিয়ায় ট্রেনিং শেষে নমপেনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে আমরা বেরিয়ে পড়ি। মেকং নদীর তীরে গড়ে উঠেছে কম্বোডিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত সাজানো গোছানো রাজধানী শহর নমপেন। মেকং নদীর পরিষ্কার পানি মূলত পুরো শহরের মানুষের পানির চাহিদা পূরণ করে। আশেপাশে ভ্রমণ করে জানতে পারলাম দেশটির আবহাওয়া মৌসুমী ও শুষ্ক জলবায়ু। কম্বোডিয়ান সিভিল ওয়ারের ইতিহাসের সাথে নমপেন শহরটি জড়িত রয়েছে। তাই এশহরে অবস্থিত টুয়োল স্লেং জেনোসাইড মিউজিয়ামটি আমরা দেখতে গেলাম। মিউজিয়ামটিতে সংরক্ষিত আছে যুদ্ধের সময় জেনোসাইডের নানান স্মৃতিচিহ্ন, টর্চার সেল ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে যুদ্ধে নিহত মানুষদের মাথার খুলি ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক ছবি। সেসব দুর্লভ ছবি দেখে আমরা খুবই রোমাঞ্চিত হলাম। এরপর সারাদিন ঘুরে ঘুরে দেখলাম কম্বোডিয়ার নানান স্থাপনা ও মানুষের জীবনযাত্রা। নমপেনে অবস্থিত অসাধারণ একটি স্থাপনা রয়্যাল প্যালেস। সোনালি রঙের রয়্যাল প্যালেসটি স্থাপিত হয় ১৮৬৬ সালে। এটি বর্তমানে ট্যুরিস্টদের জন্য একটি অন্যতম আকর্ষণ। পরিশেষে একথা বলা যায় কম্বোডিয়ায় প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কনট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ও দেশটির নানান জায়গায় ভ্রমণ আমার জীবনে একটি অনন্য অভিজ্ঞতা। এটি আমার জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি নতুন উদ্যোমে কাজ করার প্রেরণা জুগিয়েছে।

■ *লেখক: ডিডি, ডিসিপি, প্র. কা.*

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড-২০১৩ অর্জনকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে গভর্নর ড. আতিউর রহমান ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড

কাজের স্বীকৃতি পেলেন ২৩ কর্মকর্তা

বাংলাদেশ ব্যাংকের সেরা কর্মকর্তাদের কাজের স্বীকৃতি উপলক্ষে 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড- ২০১৩' প্রদান অনুষ্ঠান প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ২২ জুন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম ও এস. কে. সুর চৌধুরী। অনুষ্ঠানের সম্মাননাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের রেসিডেন্ট ম্যাক্রো-প্রুডেন্সিয়াল অ্যাডভাইজর গ্লেন টাস্‌কি, প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরূপাক্ষ পাল, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিভাগের মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ।

প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান সম্মাননাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পদক ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন। তিনি এওয়ার্ডপ্রাপ্তদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাণ হলো তার কর্মীবাহিনী। আর তাই প্রতিষ্ঠানের প্রাণকে আরও সজীব ও জীবন্ত রাখার জন্যই আমাদের এই সম্মাননা প্রদানের আয়োজন। যাতে করে পরিশ্রম ও নিত্য নতুন আইডিয়া সৃষ্টিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ উৎসাহ পায়। আগে যেখানে পাঁচজনকে পুরস্কার দেয়া হতো বর্তমানে সেসংখ্যা অনেকাংশেই বাড়ানো হয়েছে মন্তব্য করে গভর্নর বলেন, বর্তমানে আমরা দলবদ্ধ কাজকে উৎসাহিত করার জন্য টিম হিসেবে সম্মাননা প্রদান শুরু করেছি। তিনি বলেন, পুরস্কার যেমন আছে তেমন তিরস্কারও রয়েছে, নন্দিত হওয়ার যেমন সুযোগ রয়েছে তেমন নিন্দিত হওয়ারও সুযোগ রয়েছে। তাই একজন কেন্দ্রীয় ব্যাংকার হিসেবে প্রত্যেক কর্মকর্তাকে অফিসের কল্যাণে গৃহীত সব সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানোর জন্য গভর্নর আহ্বান জানান।

এর আগে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল। সম্মাননাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠা দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আরও আধুনিক ও মানববান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম তাঁর বক্তব্যে সম্মাননাপ্রাপ্তদের সৃজনশীলতাকে সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানান। ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরীও সম্মাননাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সামনের দিনগুলোতে এওয়ার্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঠিক নজরদারির মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে আরও গঠনমূলক ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা সম্মাননাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের উপস্থিত সদস্যদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি এওয়ার্ডপ্রাপ্তদের কাছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যাশা আরও বেড়ে গেল জানিয়ে প্রত্যেকের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

সম্মাননপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পক্ষে অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন করেন চিফ ইকোনমিস্টস্ ইউনিটের উপমহাব্যবস্থাপক ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম ও ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের উপপরিচালক শামীমা শারমীন। তাঁরা দুজনেই ব্যাংকের এই স্বীকৃতি প্রদান কার্যক্রমকে প্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টিকারী বলে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের জন্য পাঁচটি একক ও পাঁচটি টিমে সর্বমোট ২৩ জনকে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কাজে উৎসাহ যোগাতে ২০০৬ থেকে এ পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। আগে শুধু ব্যক্তিগত অর্জনকে মূল্যায়ন করে পুরস্কার দেয়া হলেও ২০১২ সাল থেকে একক সম্মাননার পাশাপাশি দলগত অর্জনকেও স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে।

২০১৩ সালের জন্য স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা হলেন ঃ চিফ ইকোনমিস্টস্ ইউনিটের উপমহাব্যবস্থাপক ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম, পরিসংখ্যান বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক ড. মোহাম্মদ আমির হোসেন, একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টের উপপরিচালক মোঃ রাশেদুল ইসলাম, কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট-২ এর সহকারী পরিচালক (প্রকৌঃযান্ত্রিক) মোঃ সেলিম মাহমুদ, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের যুগ্মপরিচালক মাসুমা সুলতানা।

রৌপ্যপদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা হলেন ঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের উপমহাব্যবস্থাপক শান্তি রঞ্জন সাহা, যুগ্মপরিচালক মোঃ আরিফুজ্জামান ও মুহম্মদ মাহফুজুর রহমান খান, উপপরিচালক অশোক কুমার কর্মকার, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক রূপ রতন পাইন, ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের উপপরিচালক শামীমা শারমীন, মোহাম্মদ মুজাহিদুল আনাম খান, সুমন্ত কুমার সাহা, এন.এইচ.মনজুরে মওলা, কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের যুগ্মপরিচালক এ.কে.এম সাইদুজ্জামান, উপপরিচালক মোঃ ফেরদাউস হোসেন ও ইসমেৎ কুয়েস, ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন ম্যানেজমেন্ট সেলের উপপরিচালক হাসান তারেক খাঁন, আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র সিস্টেম্‌স অ্যানালিস্ট মোঃ অহিদুল ইসলাম সরকার, ইনফরমেশন সিস্টেম্‌স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিঃ সিস্টেম্‌স অ্যানালিস্ট মোঃ কামরুল হাসান ও মোঃ রেজাউল করিম, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগের যুগ্মপরিচালক মোঃ আব্দুল ওয়াহাব ও উপপরিচালক মোঃ ওমর ফারুক।

অবসর

যাঁরা অবসরে গেলেন....

মুসার্‌রাত জাহান

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৪/৩/১৯৮৫
অবসর উত্তর ছুটি : ২৪/৫/২০১৫
বিভাগ : এমপিডি

সৈয়দা মিল্লাত আখতার

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৩/৮/১৯৮৬
অবসর উত্তর ছুটি : ৭/৫/২০১৫
বিভাগ : পরিসংখ্যান বিভাগ

মোঃ মোসলেম উদ্দিন

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৫/২/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ২৯/৫/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-৪

মাসুদা বেগম

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২২/৮/১৯৮৪
অবসর উত্তর ছুটি : ৮/৬/২০১৫
বিভাগ : এমপিডি

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক-৪

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২০/৫/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি : ২৯/৫/২০১৫
বিভাগ : খুলনা অফিস

মোঃ শাহজাহান

(সিনিঃ কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান : ২১/১/১৯৭৫
অবসর উত্তর ছুটি : ১৩/১/২০১৫
বিভাগ : এসএমডি

কৃতিত্ব

তাইয়্যেবা বুশরা

তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (জেএসসি, ২০১৪)

মাতা: মোছাঃ রওশন আরা বেগম
(এএম, মতিঝিল অফিস)
পিতা: মোঃ আব্দুল মান্নাফ সরকার

মোঃ নাজমুস সাকিব প্রান্তিক

সফিউদ্দিন সরকার একাডেমি অ্যান্ড কলেজ, টঙ্গী (জেএসসি, ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি), ২০১৪)

মাতা: ফৌজিয়া আখতার
পিতা: মোঃ আবুল মনসুর
(ডিএম, রাজশাহী অফিস)

নাফিউল নাবিল

আটি ভাওয়াল হাই স্কুল, কেরানীগঞ্জ (জেএসসি, ২০১৪)

মাতা: নাজমুন নাহার
পিতা: মোঃ ওসমান আলী
(এডি, সিএসডি-২, প্র.কা.)

পিংকি দেওয়ান

মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (জেএসসি, ২০১৪)

মাতা: ধনমুখী চাকমা
পিতা: প্রজ্ঞা দেওয়ান
(গাড়িচালক, মতিঝিল অফিস)

চৌধুরী সাদাত আহমদ খান (সিয়াম)

জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিলেট (পিএসসি, ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি, ২০১৪)

মাতা: ছাইদুন্নেছা কচি
পিতা: মোঃ হুমায়ুন আহমদ খান চৌধুরী
(ডিডি, সিলেট অফিস)

প্রতীক সাহা

সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল (পিএসসি ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি, ২০১৪)

মাতা: ঝুমা রানি সাহা
পিতা: প্রদীপ কুমার সাহা
(ডিডি, সদরঘাট অফিস)

২০১৫ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

রিফাহ্ তাসনিম রাইসা

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মিনারা বেগম মিনি
পিতা: মোঃ রমজানুর রহমান
(এএম, মতিঝিল অফিস)

সাবরিনা তাবাসসুম

অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস হাই স্কুল, টঙ্গী (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আনিছা বেগম
পিতা: মোঃ ছাইফুল ইসলাম
(জেএম, মতিঝিল অফিস)

নন্দিতা সাহা রানু

বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রীনা রানী সাহা
পিতা: নন্দ দুলাল সাহা
(ডিএম, বরিশাল অফিস)

রিফা তাকিয়া

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: সেলিনা আক্তার
পিতা: মোঃ রুকনুজ্জামান
(জেডি, ডিবিআই-১, প্র.কা.)

সানজিদা আলী (উম্মী)

জয়দেবপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নাহিদ আক্তার (মেরী)
পিতা: মোহাম্মদ আলী
(ডিডি, এফআরটিএমডি, প্র.কা.)

অদিতি বিশ্বাস

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: অনিতা বিশ্বাস
পিতা: বিষ্ণু পদ বিশ্বাস
(ডিজিএম, গবেষণা বিভাগ, প্র.কা.)

২০১৫ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

রিফাত আরা নিরা
যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শাহনাজ বেগম
পিতা: মোহাম্মদ আছমত উল্লাহ
(জেডি, ডিসিপি, প্র.কা.)

কৌশিক ব্যানার্জী
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মল্লিকা রানী চক্রবর্ত্তী
পিতা: কৃষ্ণ মোহন ব্যানার্জী
(জেডি, ডিবিআই, ময়মনসিংহ অফিস)

জাহিদ হাসান অংকুর
সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ডেমরা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মৌসুমী সুলতানা অনু
পিতা: মোঃ শাহজালাল
(এডি, সিএসডি-১, প্র.কা.)

সানজিদা শারমিন তমা
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: তহমিনা খাতুন
পিতা: মোঃ মজিবুর রহমান
(জেডি, এইচআরডি-২, প্র.কা.)

বিনীতা বড়ুয়া
মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: লিপিকা বড়ুয়া
পিতা: সুজন কান্তি বড়ুয়া
(জেডি, ডিসিএম, প্র.কা.)

মোঃ মেহ্‌রাব হাসান
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শামীম আরা বেগম
(ডিডি, ডিএফআইএম, প্র.কা.)
পিতা: এ,কে,এম ফরিদ উদ্দিন

মোঃ মেরাজ হাসান
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: হাবিবা বেগম (সোমা)
পিতা: নুরুল আমিন
(এএম, মতিঝিল অফিস)

শারমীনা সুলতানা লাবণ্য
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শাহানাজ খানম
পিতা: মোঃ শাহজাহান আলী খান
(ডিডি, মতিঝিল অফিস)

পারভীন সুলতানা
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: পেয়ারা বেগম
পিতা: মোঃ সেলিম
(ফোরম্যান, প্র.কা.)

আইনিন
এ.কে হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, দনিয়া (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রোমেনা পারভীন
পিতা: জি.এম. সাকলায়েন
(ডিডি, আইন বিভাগ, প্র.কা.)

নাবিলা আনন
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আসমা রহমান
পিতা: মোঃ মোস্তাক হোসেন সরকার
(ডিডি, ইডি-৬ শাখা, প্র.কা.)

মৃত্তিকা দাস
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: কবিতা দাস
পিতা: মৃনাল রঞ্জন দাস
(ডিডি, এফআরটিএমডি, প্র.কা.)

শাহ হাসান মাহমুদ
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মাহমুদা বেগম
পিতা: মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ শাহ
(জেডি, ডিবিআই-৪, প্র.কা.)

মোঃ রেদ্‌য়ানুল হক রাফি
মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নাজনীন বেগম
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)
পিতা: মোঃ এমদাদুল হক

আন্‌জুমান আরা জুমানা
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: শায়লা ইব্রাহীম
পিতা: মোঃ ইব্রাহীম খলিল
(ফোরম্যান, এসএমডি, প্র.কা.)

মাহবুব-ই-মুরসালিন
শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, মিরপুর (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মাহফুজা বেগম
পিতা: মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম
(ডিজিএম, পরিসংখ্যান বিভাগ, প্র.কা.)

মোঃ রায়হানুল আলম ভূইয়া (হৃদয়)
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: ফেরদৌস আরা বেগম
পিতা: মোঃ শহীদুল আলম ভূইয়া
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

মোঃ ফাহিমুর রহমান
দারুননাজাত সিঃ কামিল মাদ্রাসা (দাখিল, কলা বিভাগ)

মাতা: তাছলিমা আক্তার
পিতা: মোঃ মিজানুর রহমান
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

শখের বশে বাড়ির ছাদে কবুতর পালন

ঢাকা শহরের রাস্তা, অলিগলিগুলো যেমন ব্যস্ত, ঠিক তেমনি ব্যস্ত জনজীবনও। শুধু ব্যস্ত না বলে যান্ত্রিক জীবন বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই যান্ত্রিকতার মাঝেও মানুষের মনের ভেতর লুকিয়ে থাকে বিভিন্ন শখ। কেউ তার প্রকাশ ঘটাতে পারেন আবার অনেকেই পারেন না। শত ব্যস্ততার মাঝেও কিছু লোকের শখের বহিঃপ্রকাশ আমাদের নজর কাড়ে। কেউ বাড়ির ছাদে ফলের অথবা ফুলের গাছ লাগান, কেউবা সবজি চাষ করেন আবার কেউ কবুতর পোষেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সচিবালয়ে কর্মরত উপ পরিচালক মোঃ শফিকুর রহমান শখের বশে তাঁর বাড়ির পাশে অন্য এক বাড়ির ছাদে একটি কবুতরের খামার তৈরি করেছেন। ব্যাংকে চাকরির পাশাপাশি অবসরের অনেকটা সময় তিনি কবুতরগুলোর যত্নে ব্যয় করেন।

শফিকুর রহমান ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময়ে শখ করে মাত্র দুই জোড়া কবুতর কিনে কবুতর পালন শুরু করেন। সেই থেকে আজ অবধি দীর্ঘ ৩৭ বছর তিনি কবুতর পালন অব্যাহত রেখেছেন।

তাঁর কবুতর পালনের পেছনে চমৎকার একটি গল্প রয়েছে। সেটি হলো, ছাত্রজীবনে তাঁর কেনা এক জোড়া কবুতর এক সময় হারিয়ে যায়। কিন্তু তিনমাস পরে সেই কবুতর দুটি আবার তাঁর বাসায় ফিরে আসে। মনিবের প্রতি কবুতরের এই বিশ্বস্ততা তাঁকে আবেগাপ্লুত করে। সেই ভালোবাসার আকর্ষণে আজও তিনি কবুতর পোষেন।

সেদিন দুই জোড়া কবুতর দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে তাঁর খামারে প্রায় ১৫০টি কবুতর রয়েছে। তাঁর খামারে মূলত গিরিবাজ প্রজাতির বিভিন্ন নামের কবুতর যেমন, সবুজ গলা, জিরা গলা, লাল গলা, বাঘা, চিলা, সাফ-চিলা বাবরা, খাকী, মুসলদম, কালদম, গড়রা, দোবাজ, লাল সুল্লী, ঘিয়া সুল্লী, পাঙ্খী, রেসার, হোমার, কাগজী, চুইনা ইত্যাদি রয়েছে।

তিনি জানান, শুধু শখের বশে কবুতর পালন করে আকাশে ওড়ানোর মাধ্যমে নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়। অনেকেই এখন এটাকে পেশা বা ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করছেন। পুরনো ঢাকার অনেক কবুতর পালনকারী তাদের সফলতার জন্যে 'খলিফা' উপাধিও পেয়ে থাকেন। এর পাশাপাশি অনেকে বাড়ির ছাদে ফ্যান্সি প্রজাতির কবুতর পালন ও ব্যবসা করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

কবুতর ঘুঘু গোত্রীয় পাখি। ইতিহাস বলে, একসময় কবুতরকে পত্রবাহক বা সংবাদ বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রজাতির গৃহপালিত পাখির মধ্যে শান্তির দূত হিসেবে বিবেচিত কবুতর সর্বাধিক জনপ্রিয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর বাহ্যিক সৌন্দর্য, বিশ্বস্ততা ও প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর সক্ষমতা মানুষকে আকৃষ্ট করে। কোনো অনুষ্ঠানের সূচনালগ্নেও কবুতর উড়িয়ে শুভ কামনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। কবুতর পালনে খুব বেশি খরচেরও প্রয়োজন হয় না।

সাধারণত বাড়ির আঙ্গিনা বা বাড়ির ছাদে কাঠ, বাঁশ, গ্রিল ও পাকা ঘর (যাকে কবুতর পালনকারীরা ধাপরি বলেন) নির্মাণ করে কবুতর পালন করা যায়। কবুতরের ঘরে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হয়। সেসাথে কবুতরের বসার জন্য বাঁশ দ্বারা একটি উঁচু স্থান নির্মাণ করা হয় যাকে ঢাকায় 'বাম' নামে অভিহিত করা হয়। প্রায় সকল কবুতর পালনকারীর বাসায় এই 'বাম' দেখা যায়।

কবুতরের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু এবং বলকারক। বিশেষজ্ঞরা বলেন, কবুতরের মাংসে অন্যান্য পাখির মাংসের চাইতে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি। শখ মেটানোর পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে কবুতর পালন করে অনেকেই অল্প সময়ে এটাকে লাভজনক ব্যবসা হিসেবে দাঁড় করাতে পেরেছেন। স্বল্প পুঁজি, অল্প খরচ ও কম জায়গায় অতি সহজে কবুতর পালন করা যায়। প্রথিতযশা কৃষিবিদ ও মিডিয়াব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করেছেন এভাবে, 'যে সমস্ত লোক শুরুতে শখের বশে কবুতর পালন শুরু করেছিল অচিরেই তারা বুঝতে পারল যে, এটা একটি লাভজনক ক্ষুদ্র ব্যবসাও বটে'। কবুতর পালন করলে অসুবিধার চেয়ে সুবিধার পরিমাণ বেশি। কবুতর সাধারণত জোড়া বেঁধে বাস করে। এদের আয়ুকাল ১০ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত। একটি ভালো জাতের কবুতর বছরে ১২ জোড়া ডিম প্রদানে সক্ষম।

কবুতর বেচাকেনার জন্য ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে সপ্তাহের বিভিন্ন দিবসে নির্দিষ্ট স্থানে হাট বসে। জাতভেদে ১০০ টাকা থেকে শুরু করে হাজার ও লাখ টাকা দামের কবুতরও হাটগুলোতে বেচাকেনা হয়। ইদানীং প্রতিবছর শীতকালে দেশে বিভিন্ন পিজিওন অ্যাসোসিয়েশন কবুতরের রেস খেলার আয়োজন করে এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কারস্বরূপ বড় অঙ্কের প্রাইজমানিও প্রদান করা হয়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই- মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।